জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সার আতঙ্কে মৃত ২

সার আতঙ্কে শুক্রবারও দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। হাসনাবাদের ভেবিয়া এলাকার, নাম ফিরোজ মোল্লা (৩৮)। দ্বিতীয়টি ডোমজুড় বিধানসভার বালি-জগাছা ব্লক অফিসে। মৃতের নাম মদন ঘোষ (৬৫)

ফের ঊর্ধ্বমুখী পারদ

সপ্তাহের শেষ দুদিন অনুভূত হবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। তারপর থেকে তাপমাত্রা ফের খানিকটা বাড়বে। তবে সর্বত্র থাকবে ঘন কুয়াশা। দৃশ্যমানতা নামতে পারে ২০০ মিটারে। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই

অতিরিক্ত চাপে কোচবিহারে আত্মঘাতী বিএলও মাধবী রায়

বিজেপির আদি-নব্যের লড়াই নন্দীগ্রামে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আহত ২

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৬ ● ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৫ পৌষ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 226 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 10 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কেউ আমাকে আঘাত করলে আমার পুনর্জন্ম হয় : দলনেত্রী

- দলকে রক্ষা না করলে কী করে লড়াই করব মানুষের জন্য
- এবার পাড়ায় পাড়ায় বিজেপির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিন
- নেক্সট ডেস্টিনেশন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন
- কয়লার টাকা অমিত শাহ খায়। এক বড় ডাকাত আছে জগন্নাথ, তার থ্রুতে টাকা যায় গদ্দারের কাছে। তারপর শাহর কাছে। আমার কাছে পেনড্রাইভ আছে
- তুমি খুন করতে এসেছ। আমার আত্মরক্ষার অধিকার আছে

প্রতিবেদন : বিজেপির দলদাস কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাংলা! শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় বিরাট প্রতিবাদ-মিছিল শেষে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কার, দলের চেয়ে বড় কিছু নেই! দলের সম্পত্তি নষ্ট হলে প্রতিবাদ হবেই! জোড়াফুলই যদি রক্ষা না হয়, তাহলে মানুষের জন্য লড়াই করব কীভাবে? কাল যা করেছি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে করেছি। কোনও অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এলে আমারও আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে! এবার লক্ষ্য দিল্লি! নেক্সট ডেসটিনেশন ইলেকশন কমিশন!

বিজেপিকে নিশানা করে রাতে সমাজমাধ্যমে নেত্রীর বার্তা, যে বিজেপির গদ্দাররা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, তারা জ্ঞান দেয় সততার! যে বিজেপির মিরজাফররা ক্ষমতার পদলেহন করে, নিজের সর্বটা গুছিয়ে নিচ্ছে— বদলে বাংলার মানুষকে হেনস্থা করছে, কষ্ট দিচ্ছে— তারা জ্ঞান দেয় গণতন্ত্রের! যে বিজেপির নেতারা সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখায়, বাংলার মনীষীদের অপমান করে, তারা জ্ঞান দেয় স্বচ্ছতার! বাংলার মানুষের কষ্ট বোঝে না, এসআইআরের নামে অশীতিপর মানুষদের হেনস্থা করছে, তারা আবার বাংলা দখল করতে চায়! বাংলার পবিত্রভূমিকে চেনে না, বাংলার (এরপর ১১ পাতায়)

যাদবপুর ৮-বি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত বিজেপির এজেন্সি রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রী-সাংসদ-নেতা-কর্মীরা।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দৃঢ়তা

হৃদয় যদি দুর্বল হয়
চিকিৎসা করবে কীভাবে,
মনটা যদি এলোমেলো হয়
শান্তি পাবে কোথা থেকে।
হঠাৎ যদি দমকা হাওয়া আসে,
দৃঢ়তা ছাড়া লড়বে কী করে?
মনটাকে করো কালবৈশাখী,
শরীরে আনো টর্নেডো,
হৃদয়ে বুলবুল আমফান দেখো
বিপদে আপদে লড়তে শেখো।

দিল্লিতেও প্রতিবাদ

প্রতিবেদন : দেশের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ধ্বংসকারী মোদি সরকার 'পোষা' এজেন্সি 'ইডি'কে ব্যবহার করে তৃণমূলের ভোট-স্ট্র্যাটেজি লুঠ করেছে বৃহস্পতিবার। পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দিল্লির দফতরের সামনে ধরনায় বসেন তৃণমূলের আটজন সাংসদ। সাড়ে চার ডিগ্রির হাড়হিম করা ঠান্ডায় রাজধানীর বুকে চলছিল শান্তিপূর্ণ ধরনা। সেই ধরনায় ন্যক্কারজনক (এরপর ১১ পাতায়)

ইডি দিয়ে চমকালেও মাথা নত করবে না বাংলা

মণীশ কীর্তনিয়া ● তাহেরপুর

আইপ্যাক-এর দফতর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নদিয়ার তাহেরপুরের জনসভা থেকে এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় তৃণমূলকে সাহায্য করছে বলেই আইপ্যাকের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ইডি। অতীত মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মাকে বারবার ইডি'র হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই আবার ইডি-সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের হেনস্তার চেষ্টা চলবে, এই আশঙ্কাও রয়েছে। তবে তিনি বা তৃণমূলের কেউ (এরপর ১১ পাতায়)

'রণসংকল্প সভা'র ষষ্ঠ দিনে নদিয়া জেলার তাহেরপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 January, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৬৯৩ জোব চার্নক (১৬৩০-১৬৯৩) এদিন মারা যান। তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসে পৌঁছয় সুতানুটির ঘাটে। তারও প্রায় ষাট বছর পরে ব্রিটিশরা গোবিন্দপুর গ্রামে নতুন ফোর্ট তৈরি শুরু করে। তখন থেকে কলকাতার নগরায়ণের সূচনা। ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুব সুবিধের ছিলেন না। এর আগে পাটনায় তিনি নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং বাংলার কাশিমবাজার কুঠিতে কাজ করার সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের টাকাপয়সা আত্মসাৎ ও নারীঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগে সেখান থেকে পালিয়ে তিনি হুগলি কুঠিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোঘলদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির কারণে চার্নক হুগলির মোঘল সুবাদারের আড়তের উপর গোলাগুলি চালিয়ে, আগুন লাগিয়ে দেন। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম মোঘলদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অস্ত্রধারণ এবং সেটার সূচনা করেছিলেন চার্নকই। সঙ্গের ছবিটি কলকাতার সেন্ট জনস চার্চে চার্নকের সমাধির।

১৯০৮ বিনয় মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-২০০২) এদিন ঢাকার ফেগুনামারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রশাসক। হিমাংশু দত্তের মৃত্যু গীতিকার হিসেবে তাঁর জীবনে দাঁড়ি টেনে দেয়। 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে দীর্ঘদিন কাজ করেন। সেই সূত্রে ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে সোদপুরে গান্ধীজির কাছে বাণী চাইতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৯৮২ সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরো নাম সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রখ্যাত সুরকার, পূর্ব-পশ্চিম মিলেছিল তাঁর সুরে। এদিন বিকেলে বাণীচক্র থেকে গান শিখিয়ে ফিরলেন। স্ত্রী তখন হার্ট অ্যাটাকে শয্যাশায়ী। ফিরে চিকেন পকোড়া বানালেন। তার পর বাথরুমে ঢুকে বাথটবে বসে চার লাইন গানও লিখলেন। তখনই স্ট্রোকগুলো হল। আর উঠতে পারলেন না। দরজা ভেঙে বের করা হয় তাঁকে। সুধীনের মৃত্যুর পর তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে তাঁর পরিবার। প্রায় পঞ্চাশটির কাছাকাছি বাংলা ছবিতে গান লেখা, সুর করা শিল্পীর স্ত্রীকে এক সময় দরজায় দরজায় ঘুরে শাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল।

১৯৩০ বাসু চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০-২০২০) এদিন রাজস্থানের অজমেঢ় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার। বলিউডের বাণিজ্যিক ছবির জমানায় বাস্তবকে সিনেপর্দায় তুলে ধরেছিলেন বাসু চট্টোপাধ্যায়। সত্তরের দশকে ভিন্ন ধারার ছবির এক নিদর্শন রেখেছিলেন তিনি। অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, দেব আনন্দ, মিঠুন চক্রবর্তী স্টার বা হিরো নয়, মানবিক নায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভাবনায়। তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত সিনেমাগুলি হল 'সারা আকাশ', 'পিয়া কে ঘর', 'খাট্টা মিঠা', 'চক্রব্যূহ', 'বাতো বাতো মে', 'জিনা ইহা', 'আপনে পেয়ারে'। দূরদর্শনে প্রচারিত জনপ্রিয় টিভি সিরিজ 'ব্যোমকেশ বক্সী' এবং 'রজনী'ও তাঁরই পরিচালনা।

১৯৫০ সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মেয়েরা কি শুধুমাত্র বাড়িতেই বসে থাকবে? সমাজের স্বাধীন গর্জন কবে শোনা যাবে মেয়েদের মুখে? এখানেই বারবার আঘাত করে গেছেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সৃষ্টি করেছেন 'মিতিন মাসি' নামক এক মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। তাঁর 'দহন' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে চিত্র-পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ নির্মাণ করেন বাংলা চলচ্চিত্র।

১৯০১ তিমিরবরণ (১৯০১-১৯৮৭) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সরোদশিল্পী ও ভারতীয় বৃন্দবাদনের অন্যতম পথিকৃৎ। মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। উদয়শঙ্করের নাচের দলেও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গীত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। পেয়েছেন সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, আলাউদ্দিন পুরস্কার ও বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মান।

১৯২৪ সবিতাব্রত দত্ত (১৯২৪-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'নবনাট্য' যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা ও গায়ক। 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। সংহতির প্রসারে, দেশপ্রেমের প্রচারে যেখানেই ডাকা হত সেখানেই যেতেন এই 'স্বদেশি গান গাইয়ে'। অবস্থাবিশেষে মাইক ছাড়াই উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি' বা 'ভয় কী মরণে' কিংবা 'চল চল ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান'।

১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৬৭ রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬-১৯৬৭) এদিন প্রয়াত হন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক ছিলেন। জাপানের আন্তর্জাতিক আদালতে (১৯৪৬-১৯৪৮) তিনি একমাত্র বিচারক যিনি যুদ্ধকালীন জাপান সরকারকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেননি।

কর্মসূচি

■ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আইপ্যাক দফতরে হামলার প্রতিবাদে শেওড়াফুলিতে ধিক্কার মিছিলে হাঁটলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত-সহ পুরসদস্য ও সদস্যারা।

■ জয়নগর ২ নং ব্লকে ময়দা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে তৃণমূলের উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি। রয়েছেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১০

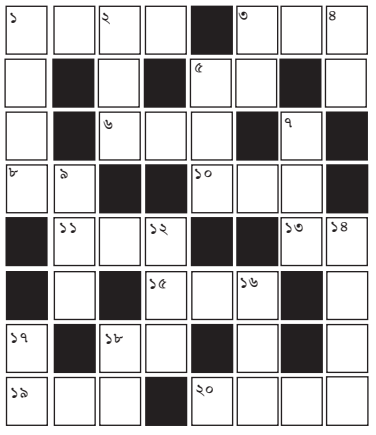

পাশাপাশি : ১. দুরন্ত আচরণ ৩. জাসের খেলায় ৫৩ নম্বর তাস ৫. পা ৬. লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত ৮. চিরকুট ১০. গোলাকার স্থান ১১. কুমন্ত্রণাদাতা ১৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছবি ১৫. বপন ১৮. আবিল, অস্বচ্ছ ১৯. বিগলিত—জাহ্নবী যমুনা ২০. শীঘ্র, ক্ষিপ্র।

উপর-নিচ : ১. ব্যঙ্গে হাসি ২. পরলোকে ৩. মিলন, সংযোগ ৪. ঘরে মন—না ৫. গৌতম বুদ্ধ ৭. হলুদ রঙের ৯. অন্যথা করানো ১২. নীহারিকাপুঞ্জ ১৪. স্বভাব, প্রবণতা ১৬. ন্যাকানে ১৭. গাড়ির গতি রোধ করার যন্ত্রবিশেষ ১৮. নাক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৯ : পাশাপাশি : ২. খেটক ৪. অজপা ৬. খুঁত ৭. হাতেরপাঁচ ৮. লগুড় ১০. পড়িছা ১২. জনাপবাদ ১৩. উল্কা ১৪. কলোনি ১৬. বিমর্ষ। **উপর-নিচ:** ১. ফৌজ ২. খেজুরছড়ি ৩. কবচ ৪. অতল ৫. পাহাড় ৯. গুণাপকর্ষ ১০. পদক ১১. ছাউনি ১২. জবাবি ১৫. লোচ্চা।

৯ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৮২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪২৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.২৪	৮৯.০৬
ইউরো	১০৬.৪৬	১০৩.৬৪
পাউন্ড	১২২.৬৬	১১৯.৩৬

নজরকাড়া ইনস্টা

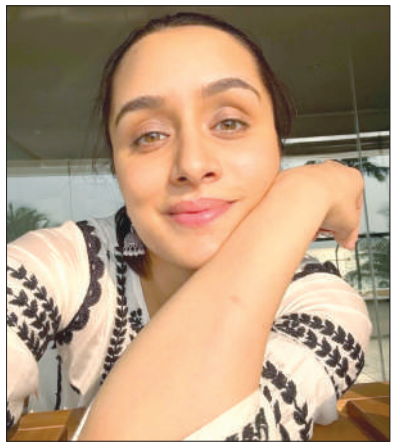

■ শ্রদ্ধা কাপুর

■ সপুত্র নুসরত ও যশ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০
Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

10 January, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

শহরের রাজপথে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিবাদের মহামিছিল

গদ্দারের মাধ্যমে কয়লার টাকা খায় শাহ, ভাণ্ডা ফাঁস করে দেব!

কড়া হুঁশিয়ারি নেত্রীর

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কয়লা-মামলায় তদন্তের নামে ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত গোপন নথি 'চুরি' করতে দলের পরামর্শদাতা সংস্থার দফতর ও কর্ণধারের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নাম করে করে গদ্দারদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কয়লার টাকা খায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ! গদ্দারের মাধ্যমে টাকা যায় শাহের কাছে! সঙ্গে আছে এক জগন্নাথ। আপনাদের ভাগ্য ভাল, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে আছি বলে পেনড্রাইভ বের করি না! আমার কাছে সব পেনড্রাইভ আছে! বেশি রাগালে আমি কিন্তু ভাণ্ডা ফাঁস করে দেব! আমি অনেক কিছু জানি। মুখ খুললে গোটা পৃথিবীতে হইচই হবে। কিন্তু দেশকে ভালবাসি বলে মুখ খুলি না!

আইপ্যাকের অফিসে ইডি তল্লাশির প্রতিবাদে মহামিছিল শেষে শুক্রবার হাজরার সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, এমন পার্টি কখনও দেখিনি! লজ্জা করে না? অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছে। এখন বাংলা দখল করতে চাইছে। বাংলা শুনলেই সহ্য করতে পারছে না। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি? তার মানে আগের নির্বাচনে এই বাংলাদেশিদের ভোটে জিতেছেন? তাহলে নিজেরা পদত্যাগ করছেন না কেন? মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে আক্রমণ করে দলনেত্রী বলেন, ভ্যানিশ কুমার দেড় কোটি ভোট কাটার দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। আর নিজের মেয়ে-জামাইকে ডিএম বানিয়েছেন। বিজেপি চিরকাল সরকারে থাকবে না। যেখানেই থাকো, তোমায় খুঁজে বের করব। নাগরিকদের অধিকার কাড়লে, আপনাদের অধিকার কেড়ে নেব!

মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিন বিজেপির

প্রতিবেদন : আইপ্যাকের অফিসে প্রতিহিংসামূলক ইডি-তল্লাশির প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-কমিশন ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির যৌথ ষড়যন্ত্রকে একযোগে তুলোধোনা করলেন নেত্রী। বাংলা থেকে বিজেপি-বিদায়ের লক্ষ্যে দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য দলনেত্রীর নির্দেশ, বিজেপির বিদায় আসন্ন! পাড়ায়-পাড়ায় বিজেপির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিন! আর যাঁরা মারা গিয়েছেন, সেই শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নামের লিস্ট রাখুন এলাকায়। যাঁরা তৃণমূলকে নিয়ে বাজে কথা বলেন, কুৎসা-অপপ্রচার করেন, তাঁরা জানেন না— তৃণমূল কর্মীরা এত ডেডিকেটেড হয় যে বিনাপ্রশ্নে ফাঁসির মঞ্চে চলে যেতে পারে!

কমিশনকে নিশানা করে বলেন, বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভর্তি? কমিশন একটাও রোহিঙ্গা খুঁজে পায়নি! কমিশনকে দিয়ে ওরা ভোট চুরি করে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা দখল করেছে। এখানেও বিজেপি আইটি সেলের লোক নিয়ে এসে এআই করে ৫৪ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে। বলেছে নাকি ইআরও-রা করেছে। ইআরও-রা বলেছে তারা জানেই না। কত বড় অন্যায়! লজ্জা করে না? ছাব্বিশে তোমাদের পতন হবে! দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না!

জাগছে বাংলা, নেত্রীর মিছিলে জনতার ঢল

প্রতিবেদন : অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে ফের অলআউট আক্রমণে নেমেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিজেপির কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে প্রকাশ্য অপব্যবহার ও গণতন্ত্রের হত্যার বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। শুক্রবার দুপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো নিজে যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মহামিছিলে পা মেলালেন। আর নেত্রীর সমর্থনে কলকাতার রাজপথে বাঁধ ভাঙল উদ্বেলিত জনতার স্রোত। গোটা পথজুড়ে উপচে পড়া জনস্রোত দেখে মিছিল শেষে দলনেত্রী জানান, বাংলা আবার নতুন করে জেগে উঠেছে! মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে খুব ভাল লাগছে। গোটা রাস্তায় লড়াইয়ের হিল্লোল হয়েছে। রাস্তার দু'প্রান্তে মানুষের অভিবাদন, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, শুভকামনা পেয়ে বুঝতেই পারলাম না কখন সাড়ে ১০ কিমি হাঁটা হয়ে গেল! তৃণমূল সুপ্রিমোর নেতৃত্বে যাদবপুর ৮বি থেকে এদিন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড হয়ে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে রাসবিহারী থেকে হাজরা পর্যন্ত মহামিছিলে উপচে পড়ল জনস্রোত। আট থেকে আশির ভালবাসায় ভাসেন তৃণমূলনেত্রী। খুদে ভক্তরা উপহার হিসেবে তাঁকে গোলাপ ফুল দেয়। মিছিলে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রী-কাউন্সিলর থেকে শুরু করে শহর কলকাতার তৃণমূলস্তরের কর্মী-সমর্থক ও টলিপাড়ার একগুচ্ছ তারকা। মিছিল শেষে হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণা করেন তৃণমূলনেত্রী। বলেন, আমাকে আঘাত না করলে ঘুমিয়ে পড়ি। আর আঘাত করলে আমার পুনর্জন্ম হয়!

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 January, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

গণদেবতা

কলকাতায় শুক্রবার বিকেলে জনস্রোত রাজপথ জুড়ে। নেতৃত্বে বাংলার নেত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মিছিল যত এগিয়েছে তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ তত বেড়েছে। বাংলার মানুষ আর একবার বুঝিয়ে দিলেন চক্রান্তের রাজনীতিকে তাঁরা বুঝে গিয়েছেন। এ-রাজনীতিকে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। থাকছেন নেত্রীর পাশেই। এজেন্সি দিয়ে বিজেপি তৃণমূলের প্রচার সহযোগী সংস্থার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তাকে ভেস্তে দিয়েছেন নেত্রী। শুধু তাই নয়, নোংরা রাজনীতির আসল স্বরূপটা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যতবার ভোট আসে ততবার বিজেপি তার দলের শাখা সংগঠনের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে নামিয়ে দেয়। ২০১৬ থেকে শুরু হয়েছে। এক দশক ধরে বাংলায় বিজেপি এই এজেন্সি রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ভোটের এখনও মাস তিনেক বাকি রয়েছে। ফলে আরও অনেক চক্রান্ত হবে। পাল্টা প্রতিরোধ হবে, প্রতিবাদ হবে। কারণ, রাজ্যটার নাম বাংলা। রাজ্যের নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয় তার উদাহরণ তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বঞ্চনার রাজনীতি রাজ্য দেখেছে। এসআইআর নিয়ে রাজনীতি মানুষ দেখছেন। এবার ইডি-সিবিআই রাজনীতি। যতবার কেন্দ্র এই চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে ততবার ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উজাড় করে সমর্থন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় বিজেপির স্থান নেই। ছাব্বিশের নির্বাচন আর একবার প্রমাণ করবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েও তৃণমূলকে হারানো যায় না। তার কারণ, তৃণমূলের শক্তি আসলে গণদেবতা।

e-mail থেকে চিঠি

জোড়া ফলা দিয়ে ওরা মারতে চাইছে আমাদের

ইডি হোক কিংবা ইসিআই, সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী শিবির, সবাইকেই হয়রানি করছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিরোধী দলের নেতাদের হয়রান করছে, অপরদিকে এসআইআরের নাম করে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের জন্য। ভোটার লিস্টে মৃত দেখানো জীবিত ব্যক্তিদের তালিকা দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে পারেন না, ৮০-৮৫ বছর বয়স। তাঁদেরও শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষদের হয়রানি করছে। ভাবছে, একদিকে ইডি আর অন্যদিকে ইসিআই লাগিয়ে মা মাটি মানুষকে পরাস্ত করবে। সব লাগিয়ে দাও, বাংলা দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে। যেটা ভাবছ, সেটা হবে না। ওরা ভাবছে, শান্তনু ঠাকুরের মতো লোকেরা তোমাদের জিতিয়ে আনবে, ভাবছ? তবে একটা কথা বলি, শোনো। মানুষ হয়রান হচ্ছে। আর, শান্তনু ঠাকুর লন্ডন ঘুরছে। কোনওদিন মানুষের পাশে থাকেনি। করোনা থেকে এসআইআর, কোনও সময়ে তাঁকে দেখা যায়নি। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবে বলছিল। এখন কাগজ চাইছে। মানুষ আবর্জনা স্তূপ খুঁজছে, ওদের ছুঁড়ে ফেলবে বলে। একটা সত্যি কথা সরাসরি বলে রাখা ভাল। তুমি খুন করতে এলে আত্মরক্ষার অধিকার আছে আমাদের। সব তথ্য আমাদের অফিস থেকে চুরি করতে চাইছিলে। এসআইআরের তথ্য, ভোটারের তথ্য, বিএলএ-দের তথ্য। দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে গিয়েছিলেন। যা করেছেন, বেশ করেছেন, কোনও অন্যায় করেননি। নেত্রী তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন, ''আমাদের পরবর্তী গন্তব্য দিল্লির নির্বাচন কমিশন। যাঁদের সাহস আছে, আমার সঙ্গে যাবে।'' এবার বুঝবে, কত ধানে কত চাল। ইনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে দায় সারেন, তেমন নেত্রী নন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন, পথ দেখান, প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। ভোটের দিন ঘোষিত হয়তো হয়নি, খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে।

— সোমা কর, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রায়বাঘিনী রাজপথে রাম-বাম হুঁশিয়ার

চেনা ছবির ফিরে আসা। মহানগরের রাজপথে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শীতার্ত বিকেল ঠিকরে, নিভু নিভু রোদে জ্বলে উঠছে প্রতিবাদের কণ্ঠ, প্রতিস্পর্ধার তেজ। এ এক অন্য অভিজ্ঞতার ওম তো বটেই, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত দাহিকা শিখা বুঝি আজই দগ্ধ করল দিল্লির জমিদারদের। লিখছেন **চন্দ্রিমা পাঠক**

ফের রাস্তায় রায়বাঘিনী মমতা। আর, তাঁর দু'পাশে এবং পিছনে উদ্দীপ্ত জনতা।

নমস্কার প্রতি-নমস্কার বিনিময় চলছে। সেইসঙ্গে পায়ে পায়ে জনস্রোত এগোচ্ছে।

একে 'মিছিল' কিংবা 'পদযাত্রা' বললে এর মাত্রাটা টের পাওয়া যায় না। মমতা অনুসারী এই জনতরঙ্গের একটাই বাচনিক প্রকাশ হতে পারে।

সেটা হল, জনস্রোত। জননেত্রীর পায়ে পায়ে তরঙ্গায়িত জনস্রোত কলকাতাকে আরও একবার কল্লোলিনী করে তুলল।

নেত্রী বলছিলেন, দিল্লির বঞ্চনা, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, বাংলার ও বাঙালির অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে, 'রাস্তাই আমাদের রাস্তা।'

আর, শীতার্ত সূর্য ডোবার লগ্নে, কুয়াশা নেমে আসার অব্যবহিত আগে, শহর কলকাতা বুঝে যাচ্ছিল, এ হল E2 ('ই'-এর বর্গফল)-এর বিরুদ্ধে M3 ('ম'-এর ঘনফল')।

ইলেকশন কমিশন আর 'ইডি' অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জোড়া হামলা রুখতে মা-মাটি-মানুষের বিস্ফোরণ।

৯ জানুয়ারি, ২০২৬-এর অপরাহ্নের অগ্নিহোত্রী বিবস্বান তার প্রস্থানের পূর্বে জেনে গেল, অগ্নিকন্যার অগ্নিস্পর্শে জনতার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিস্পর্ধার স্বরূপ কেমন হয়।

প্রকৃতিলোকে যখন বেলা নিভু নিভু তখনও কেমন করে প্রাণে প্রাণে আগুন জেগে থাকে কলকাতার রাস্তায়, তাহেরপুরের মাঠে, দিল্লিতে দুঃশাসনের দফতরের সামনে।

কলকাতায় স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাহেরপুরের নেতাজি পার্ক মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর নয়াদিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। ডেরেক ও'ব্রায়েন থেকে শতাব্দী রায়। মহুয়া মৈত্র থেকে প্রতিমা মণ্ডল। নবীন-প্রবীণ সবাই।

হাজরা মোড়ে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলছিলেন, এদিনের জনজোয়ারে বাংলার পুনরুভ্যুত্থানের ইঙ্গিত সংকেতিত হল। এই হাজরা মোড়েই তো সিপিএম-এর ডান্ডা নেমে এসেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। সে প্রসঙ্গ স্মরণের অনুষঙ্গে গোটা দেশ বুঝে নিচ্ছিল, এবারও যে লড়াই দ্যোতিত হল আজকের মিছিল থেকে, সেটাই সেদিনকার মতো অবিনাশী, অপ্রতিরোধ্য, বিজেপির বিরুদ্ধে।

সেদিন যারা বাম ছিল, আজ তাদেরই একটা বড় অংশের মদতে 'ব'-এর নীচে পুটকি-র '.' অনুষঙ্গে 'র' হয়েছে।

শাহ থেকে সেলিম, কাঁথির মেজ খোকা থেকে আলিমুদ্দিনের বুড়ো খোকা, সবাই বলেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডি-র হাত থেকে নিজের দলের ভোট-কৌশল বিষয়ক ফাইল উদ্ধার করে এনে বিরাট 'অসাংবিধানিক' কাজ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর আজকের কলকাতা-তাহেরপুর-দিল্লি একযোগে বুঝিয়ে দিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সক্রিয় হয়ে ইডি-র ভোট কৌশল-চুরির পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে থাকেন, তবে তিনি বেশ করেছেন।

বাংলা দখলে এই চুরির চেষ্টা প্রতিহত করে তিনি উচিত কাজি করেছেন। কমিশনকে দিয়ে হরিয়ানা থেকে বিহার, মহারাষ্ট্র থেকে রাজস্থান, সব এক-এক করে নিজেদের কব্জায় এনে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল মো-শা-দের, ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা দখলের ছক যে মোদি-শাহ বঙ্গ দখলে প্রয়োগ করতে পারবে না, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধের ব্যারিকেডে যে তাদের ঠোক্কর খেতেই হবে, তা আজকের কলকাতা, তাহেরপুর, দিল্লি, একযোগে বুঝিয়ে দিল।

মিছিল, থুড়ি জনতার ঢেউ, যত পায়ে পায়ে এগিয়েছে কলকাতার রাজপথে রায়বাঘিনীর সঙ্গে, তত একটা একটা করে প্রতি জিজ্ঞাসায় বৈধতা পেয়েছে ৮ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, জনতার দরবারে।

জননেত্রীর প্রতিবাদী পদচারণায় সাংবিধানিক সংকটের গন্ধ পাচ্ছেন কাঁথির মেজ খোকা থেকে আলিমুদ্দিনের ধেড়ে খোকা।

কিন্তু, আজ এই শহর, এই রাজ্য, জানতে চাইছে, যেদিন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ চেপে দেওয়ার তাগিদে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল, সেদিন সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়নি?

সিবিআইয়ের এক নম্বরকে যখন দু'নম্বর গ্রেফতার করতে গেল, আর মোদিজির দূত হয়ে অজিত দোভাল অলোক ভার্মাকে ফোনে শাসাল, সেদিন সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়নি? আর আস্থানাকে বাঁচানোর জন্য মাঝরাতে নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যেদিন অলোক ভার্মাকে সিবিআইয়ের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, সেদিন সাংবিধানিক সংকট হয়নি?

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও ছন্দা কোচরের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর জন্য যেদিন সিবিআই আধিকারিককে বদলি করা হল, সেদিন সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়নি?

মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ার, কাঁথির শুভেন্দু অধিকারী কিংবা অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মারা যখন দল বদলে অপরাধমুক্ত হন, তখন সাংবিধানিক সংকট দেখা যায় না?

নির্বাচন ঘোষণার পর যখন বিহারে ঘুষ দেওয়ার আঙ্গিকে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, আর ভোটে জেতা হয়ে গেলেই সেই 'জুমলা' প্রকল্প বন্ধ করে হাতে কাঁচকলা ধরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সাংবিধানিক সংকট দেখা যায় না?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্বাচন-সহ সকল স্বায়ত্তশাসনাধীন সংস্থাগুলোকে নির্লজ্জভাবে মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয় না?

সাংবিধানিক সংকট দেখা গেলে কি কলকাতা হাইকোর্টে ইডি-র আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে অস্বীকার করতেন প্রধান বিচারপতি?

ভোট চোররা এখন ডেটা চুরিতে নেমেছে। সেই অবৈধ চৌর্য অভিযানে বাধাদান অসাংবিধানিক, মানতে চাইল না কলকাতা।

মিছিল যখন হাজরা মোড়ে থামল, তখন শহর শান্ত অথচ প্রত্যয়ী ভাঙ্গিতে জানতে চাইল জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিল দুঃশাসনের রক্তচক্ষুর দিকে, এই যে আজ দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের হেনস্থা, টানাহেঁচড়া, শারীরিক নিগ্রহ করল, সেটা সংবিধানসম্মত তো?

শহরে তখন সন্ধে নামছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্লোগান তুলছেন, 'জয় বাংলা'।

আগুন ছড়িয়ে পড়ছে ঠোঁট থেকে ঠোঁটে। বুক থেকে বুকে। প্রতিবাদী আগুনে তখন জেদের উত্তাপ।

বাংলা বুঝতে পারছে, মানুষ, জনতরঙ্গের প্রতিটি জনবিন্দু বলছে, ''মাগো ভাবনা কেন, ...আমরা হারব না, তোমার মাটির একটি কোনাও ছাড়ব না...তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তাহেরপুরে রণসংকল্প সভা • ঠাকুরনগরে নানা মুহূর্তে অভিষেক

নিঃশর্ত নাগরিকত্ব, নইলে গদি ছাড়ো

মণীশ কীর্তনিয়া • ঠাকুরনগর

হয় নিঃশর্ত নাগরিকত্ব, নইলে মোদি-শাহ গদি ছাড়ো। শুক্রবার তাহেরপুরের সভা থেকে হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রেকর্ড ভিড়ের এই সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, বিজেপি যাদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে, আজ বলছে সেই মতুয়া ভাইরা অবৈধ! সাংসদ-মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলছেন ১ লক্ষ মতুয়ার নাম বাদ গেলে যাবে। বিধায়ক বলছে নাম বাদ গেলে যাবে। আমরা বাংলাদেশি বলে! আমরা সকলে অবৈধ আর মোদি বৈধ? মতুয়া ভাইরা অবৈধ? আর অমিত শাহ বৈধ? শান্তনু ঠাকুর বৈধ? নদিয়ার তাহেরপুরের সভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভা থেকে মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি তুলে স্লোগান দিলেন, হয় নিঃশর্ত নাগরিকত্ব, নইলে মোদি-শাহ গদি ছাড়ো। শান্তনু ঠাকুর দূর হঠো।

ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেকের শ্রদ্ধা। রয়েছেন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। শুক্রবার।

এদিনের সভার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নদিয়ায় সভার প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ১৫ দিন আগে এখানেই প্রধানমন্ত্রীর সভা করার কথা ছিল। আমরা সেই সভাস্থল বেছে নিয়েছি। কারণ সভাস্থল ভরতে গিয়ে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ থেকে লোক আনতে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল। আমরা রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা দিয়েই মাঠ ভরিয়ে দিয়েছি। এই ছবি জানান দিচ্ছে, আগামী দিনে নদিয়া তৃণমূলময় হতে চলেছে। এরপরই তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, যারা বাংলাকে, বাংলার মনীষীদের অপমান করে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। এরা মানুষকে লাইনে দাঁড় করায়। ১০ বছর আগে নোটবন্দির নামে লাইনে দাঁড় করিয়েছিল আর এবার এসআইআরের নামে সেই একই কাজ করছে। এবারের ভোটে ওদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যে-ক'টা আবর্জনা রয়েছে তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

অভিষেক বলেন, ২০১৯ ও ২০২৪-এর নির্বাচনে নদিয়া জেলায় তৃণমূল আশানুরূপ ফল করেনি। সেই কথা উল্লেখ করে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ দাবি করেন, এর জন্য কিন্তু উন্নয়নে খামতি রাখেনি আমাদের সরকার। নদিয়ায় যে-ক'টা রাস্তা তৈরি হয়েছে সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। কেন্দ্র করেনি।

এদিনের সভা মঞ্চেও তিনি ৩ ভূতকে হাজির করেন। খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত ৩ ভোটারকে হাজির করে অভিষেক দাবি করেন, এঁদের কমিশন মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এঁদের সবাই দেখতে পাচ্ছে কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার দেখতে পাচ্ছেন না। উনি এদের ছুঁ মন্তর করে ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। এবার ওদেরও ভোট দিয়ে ভ্যানিশ করে দিতে হবে। সভামঞ্চ থেকে।

র‍্যাম্পে হাঁটল ৩ 'ভূত', অভিষেকের চা চক্রেও

সংবাদদাতা, তাহেরপুর : এসআইআরকে কেন্দ্র করে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন যেভাবে বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে, তারই একটি নমুনা এদিন তাহেরপুরের জনসভা থেকে তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবিত থাকা সত্ত্বেও নদিয়ার তিন বাসিন্দাকে ভোটার তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে, প্রথমজন চাকদহ টাউনের সোমনাথ লাহিড়ী দ্বিতীয়জন হরিণঘাটা ব্লকের জালাল মণ্ডল এবং তৃতীয়জন কৃষ্ণগঞ্জ শিবনিবাসের বাসিন্দা নিমাই অধিকারী। এদের তিনজনকেই মঞ্চে তুলে জনতার সামনে এনে হাজির করান অভিষেক। তিনি জানান, এটা তো উদাহরণ মাত্র। এরকম অজস্র নাম বাদ পড়েছে। কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা নিমাই অধিকারী জানান, নির্বাচন কমিশনের ভুলেই তাঁর স্বামীর নাম গিয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় কোথায় দৌড়বেন উনি নাম তোলানোর জন্য? এদিন র‍্যাম্পে তিন ভোটারকে হাঁটানোর পর চা-চক্রেও ভোটার তালিকায় 'মৃত' তিন ভোটারকে নিয়ে হাজির হন অভিষেক।

অভিষেকে হারলেন মোদি

অর্ক দাস • নদিয়া

রেকর্ড ভিড়

তাহেরপুরের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। সাজো সাজো রব ছিল নদিয়ার ছোট্ট মফস্বল শহরে। সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমাতে শুরু করেছিলেন। শুধু কি তৃণমূল নেতা-কর্মী, উৎসাহী সমর্থক, সাধারণ মানুষও তাঁকে চোখের দেখাটুকু দেখতে এসেছিলেন। সভায় মতুয়া সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ধামসা-মাদল আর মুখে হরিবোল নাম নিয়ে মাতিয়ে গিয়েছেন সভায় আসা মতুয়ারা। বেলা একটার মধ্যে তাহেরপুরের নেতাজি পার্কের মাঠ কানায় কানায় ভর্তি আশপাশের রাস্তাগুলোতেও উপচে পড়ল ভিড়। শুধু নেতাজি পার্কের মাঠই নয়, তাহেরপুর শহর জনসমুদ্র। মঞ্চ থেকে নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের হুঙ্কার, আমরা তাহেরপুরের জনসভায় রেকর্ড ভিড়ের কীর্তি স্থাপন করলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা ভর্তি করতে আশপাশের ছ'টি জেলা থেকে বাসে করে, ট্রেনে করে লোক এনেছিল বিজেপি। অভিষেকের সভা উপচে পড়ল শুধুমাত্র রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার মানুষের ভিড়েই।

রাজ্য
10 January, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বসিরহাটে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচিতে এটিএম আবদুল্লা

এবার ডোমজুড় এবং হাসনাবাদ
এসআইআরের বলি আরও দুই

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল থামছেই না। শুক্রবারও দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। একজন হাসনাবাদের ভেবিয়া এলাকার, নাম ফিরোজ মোল্লা (৩৮)। দ্বিতীয়টি ডোমজুড় বিধানসভার বালি-জগাছা ব্লক অফিসে। মৃতের নাম মদন ঘোষ (৬৫)।

বছর ৩৮-এর যুবক ফিরোজ মোল্লার ২০০২-এর ভোটার লিস্টের হার্ড কপিতে বাবা-মায়ের নাম আছে, অনলাইনে নেই। তা থেকেই দুশ্চিন্তায় মৃত্যু বলে অভিযোগ। কমিশন হিয়ারিংয়ে ডাকে ৩ জানুয়ারি। বাবা মোবাক মোল্লা ও মা জরিনা মোল্লার সঙ্গে নামের মিল হচ্ছিল না। তাই তাঁর নাম বাদ পড়ছিল। ফলে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শুক্রবার তার জেরেই অসুস্থ হয়ে মারা যান বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান অলিউল মণ্ডল খবর পাওয়ামাত্রই পরিবারের সঙ্গে

ফিরোজ মোল্লা

ফিরোজ মোল্লা

দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আরেক ঘটনায় এসআইআর শুনানিতে এসে মারা গেলেন বালি-জগাছা ব্লকের বৃদ্ধ মদন ঘোষ, শুক্রবার দুপুরে। বালি-জগাছা ব্লক অফিসের এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে। পরিবারের অভিযোগ, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ শুনানিতে এসেছিলেন। কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেরক্স করে নিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ানোর কয়েক মুহূর্ত পরেই মাথা ঘুরে পড়ে যান। তাঁকে কোনা গ্রামীণ হাসপাতাল, সেখান থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ছেলে দীপঙ্কর বলেন, এসআইআরের কারণে বাবা বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন। প্রায়ই বলতেন তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে পারে। এই ভয় এবং আতঙ্ক থেকে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের অভিযোগ, ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়। এই মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি দায়ী নির্বাচন কমিশন। এদিকে, বনগাঁয় এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা বলাই দাস নামে এক ব্যক্তির। তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবার।

শুনানি ১৪ জানুয়ারি
আদালতে ধাক্কা ইডির

প্রতিবেদন : ইডির জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, নিধারিত ১৪ জানুয়ারিতেই শুনানি হবে ইডি ও রাজ্য সরকারের দায়ের করা মামলার। এর আগে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে আইপ্যাক নিয়ে রাজ্য সরকারের আবেদনের শুনানি শুরু হয়। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে দুপুরে সব মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো আড়াইটে নাগাদ বিচারপতি এজলাসে আসেন। এজলাস ছিল ভিড়ে ঠাসা। শুনানি শুরু হতেই তুমুল হইচই শুরু হয়। হট্টগোল চরমে উঠলে বিচারপতি অনুরোধ করেন শান্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় তিনি এজলাস ফাঁকা করতে বলেন। কিন্তু তারপরও বিশৃঙ্খলা কমেনি। অগত্যা বিরক্ত বিচারপতি নতুন করে শুনানির দিন ঘোষণা করে এজলাস ছাড়েন।

ভিডিও করে সিলেবাস শেষে উদ্যোগী সংসদ

প্রতিবেদন : এসআইআর-এর কাজের জন্য ব্যাহত হচ্ছে পঠন-পাঠন। এদিকে শিয়রে পরীক্ষা। তাই পড়ুয়াদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ইউটিউবের মতো মাধ্যম ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে পড়ুয়াদের সিলেবাস শেষ করতে সুবিধে হয়। সংসদ সূত্রে খবর, ৫২টি বিষয়ের উপর ৪০০টি ভিডিও বানানো হয়েছে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে। সেখানে তাঁরা সহজ ভাষায় বোঝাচ্ছেন কম সময়ের মধ্যে কত শব্দের উত্তর লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে, কীভাবে উত্তর লিখলে ভাল, তা-ও আলোচনা করা হয়েছে। তবে শুধু বাংলা বা ইংরেজি নয়, নেপালি-সহ অন্যান্য ভাষাতেও ভিডিও আপলোড করা হবে। উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত তথা চতুর্থ সেমেস্টার। তাই শেষ পর্যায়ে সংসদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন অভিভাবকরাও। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, পরীক্ষার আগে নিজের মতো করে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। এখন সকলের কাছেই ইন্টারনেট রয়েছে। ফলে শিক্ষা সংসদের এই ভিডিও পড়ুয়াদের উপকার করবে।

উচ্চমাধ্যমিক

পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

৩৫ নং ওয়ার্ড বেলেঘাটা পল্লি উন্নয়ন সমিতিতে বিদেশি পাখির মেলা উদ্বোধনের পর ইগুয়ানা হাতে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুরক্ষায় রাজ্য

১৯.৫৬ কোটি ব্যয়ে ড্রেজিং পরিকল্পনা রূপনারায়ণ নদে

প্রতিবেদন : রূপনারায়ণ নদীতে পলি জমে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা এড়াতে এবং কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্বিঘ্ন রাখতে বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রায় ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'বছরের একটি ড্রেজিং প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, রূপনারায়ণ নদীতে জোয়ারভাটার কারণে, বর্ষা ছাড়া বছরের বেশিরভাগ সময়েই নদীতে পলি জমে জলবাহী চ্যানেলগুলির গভীরতা কমে যায়। এর ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কুলিং ওয়াটারের জোগানে সমস্যা দেখা দেয়। যে কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নতুন এই প্রকল্পে শুধু নিয়মিত ড্রেজিংই নয়, নদীর তলদেশের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক ও বাথিমেট্রিক সমীক্ষা, ড্রেজারের কর্মক্ষমতা যাচাই এবং জলজ আগাছা বা ভাসমান আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ইনটেক পয়েন্টের কাছে প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ নদীচ্যানেলে নির্দিষ্ট গভীরতা ও প্রস্থ বজায় রাখতে অন্তত দুটি আধুনিক কাটার সাকশন ড্রেজার মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি, ইনটেক পাম্প হাউসের ডলফিন মাউথ এলাকায় থাকা সংগ্রহকারী পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণও করা হবে।

পিকনিকের মেজাজে শুনানিতে

সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন বস্তির ৬৫ জন বাসিন্দাদের প্রত্যেককেই এসআইআরের জন্য তলব করা হয়েছে। এরপরেই 'বিজেপির হয়রানি, ভ্রমণে হিয়ারিং'। স্লোগানকে সামনে রেখে পিকনিকের মেজাজে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে গেলেন হাওড়া ওই ৬৫ জন বাসিন্দা। কিন্তু এতজন মানুষ শুনানিতে একসঙ্গে গেলে ঘরে ছোট ছোট শিশু সন্তানদের তাঁরা একা রেখে যাবেন কীভাবে? সমস্যার কথা শুনেই তাঁদের মুশকিল আসানে এগিয়ে আসেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর বাপি মান্নার মতো স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। হরিজন বস্তির লোকেরা যাতে একসঙ্গে শুনানি কেন্দ্রে যেতে পারেন সেইজন্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এদিন মিনিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁদের সবাইকে দেওয়া হয় পানীয় জল,

টিফিন। সেই বাসে চড়েই শুনানিতে ডাক পাওয়া ওই ৬৫ জন হরিজন বস্তির মানুষ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা শুক্রবার সকালে সত্যবালা আইডি হাসপাতালের সামনে থেকে রওনা হন। হরিজন বস্তির ওই লোকেরা বলেন, আমাদের কেন শুনানিতে ডাকা হল কিছুই বুঝতে পারছি না। কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের এখানে বসবাস। হয়রানি করার উদ্দেশ্যে আমাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু আমরা সবাই পিকনিকের মেজাজে গিয়ে শুনানিতে হাজিরা দিয়েছি।

পাশ করলেও দেওয়া যাবে উচ্চমাধ্যমিক

প্রতিবেদন: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পরেও পুনরায় দেওয়া যাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার এই নতুন নিয়ম নিয়ে এল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ৯(২) রেগুলেশন অনুযায়ী যে সমস্ত পড়ুয়ারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে গিয়েছেন তাঁরা এই সুযোগ পাবেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছয়টি বিষয়ের মধ্যে দুটো ভাষা ভিত্তিক বিষয়ে পাশ করতেই লাগে। এরপর বাকি চারটে বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টায় কম নম্বর আসে তার নম্বর গ্রাহ্য হয় না। এই পদ্ধতিতে যারা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন তাঁরা ৯ (২) রেগুলেশনের মধ্যে পড়েন। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে জয়েন্টে বসার সময় সমস্যা দেখা যায়। তাই ৯ (২) রেগুলেশন অনুযায়ী যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা পুনরায় সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর ফলে জয়েন্ট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁদের সম্পূর্ণ এক বছর অপেক্ষা না করে নতুন করে সেমিস্টার পদ্ধতিতে রেগুলার প্রার্থী হিসেবে ভর্তি হতে পারবেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন ওই প্রার্থীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিবপুরে উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে
ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, বনশ্রী তলাপাত্র

‘বাংলার বাড়ি’ ও ‘পথশ্রী’র রাস্তা, দুই প্রকল্পে জনসংযোগে জোর রাজ্যের

প্রতিবেদন : পাকা বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে পাকা রাস্তা—এই দুই পরিষেবামূলক বিষয়কে সামনে রেখেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগ জোরদার করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। সেই লক্ষ্যে তিনটি কর্মসূচির উপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ‘বাংলার বাড়ি’, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ এবং ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের কাজ দৃশ্যমান করতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

উন্নয়ন দিয়েই ভোটের ময়দানে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতির মোকাবিলা করা সম্ভব। তাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাকা বাড়ি ও রাস্তার মতো বিষয়ই ভোটের সময় সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হতে পারে। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে আগের দফায় ১২ লক্ষ পরিবারকে অর্থ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বিধানসভা ভোটের আগে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আবাসনের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এই অর্থ উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে, যদিও নির্দিষ্ট তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

দু’দফা মিলিয়ে মোট ২৮ লক্ষ পরিবার পাকা বাড়ি তৈরির জন্য সরকারি সহায়তা পাচ্ছে। এই প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপভোক্তার সংখ্যা সওয়া এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। আবাসনের পাশাপাশি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পেও জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই কর্মসূচিতে। পাড়ার রাস্তা, সৌরবাতি, ছোট সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বড় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য শুরু হয়েছে ‘পথশ্রী-৪’। এই প্রকল্পে সারা রাজ্যে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলছে। এই তিনটি কর্মসূচিকে ঘিরে মাঠে নামতে বলা হয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও। দলীয় স্তরে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, কাজের গতি ও দৃশ্যমান অগ্রগতি যেন মানুষের চোখে পড়ে।

গত কয়েক বছর ধরে একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসকদল তৃণমূল। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে এই কর্মসূচিগুলিকে ভোটের আগে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। এর মধ্যেই গত দেড় দশকে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে একটি ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই পাঁচালির গান গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী। তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় সেই গান বাজিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। ওই পাঁচালিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে এই উন্নয়নের আখ্যানকেই অস্ত্র করে মাঠে নামতে চাইছে শাসকদল।

আইন মেনেই হবে সাহায্য

প্রতিবেদন: সংস্থার অফিস ও কর্ণধারের বাড়িতে ইডির তল্লাশি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল আইপ্যাক। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা এই উদ্বেগ প্রকাশ করে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তারা একটি পেশাদার ও অরাজনৈতিক সংগঠন। তাদের দফতরে এ ধরনের পদক্ষেপ দুর্ভাগ্যজনক। আইপ্যাক সাফ জানিয়েছে, আইন মেনে তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

জানাল কমিশন

প্রতিবেদন: রাজনৈতিক দলগুলির মতামত উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারিতা নির্বাচন কমিশনের। একাধিকবার আপত্তি করা সত্ত্বেও আবাসনে বুথ করার সিদ্ধান্তের কথা জানাল নির্বাচন কমিশন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৩০০ জনের বেশি ভোটার আছে এমন আবাসনে বুথ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ৭টি জেলায় ৬৯টি বুথ তৈরি হচ্ছে, কমিশন সূত্রে এমন খবরই পাওয়া গিয়েছে।

শুনানিতে হাজিরা

প্রতিবেদন : আগামী ১৪ জানুয়ারি কমিশনের পাঠানো নোটিশ মেনে এসআইআর-এর শুনানিতে সশরীরে হাজির থাকবেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। এর আগে দেবকে অসঙ্গতির কারণে শুনানির নোটিশ পাঠায় কমিশন। শুনানির নামে হেনস্থা নতুন কিছু নয়। তিনবারের সাংসদকে শুনানিতে ডাকা হেনস্থা ছাড়া কিছু নয়, বলেই অভিযোগ তৃণমূলের। ওইদিনই শুনানিতে হাজিরা দেবেন ক্রিকেটার মহম্মদ শামি।

সাহিত্যোৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একতারা মুক্ত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার, সুধাংশুশেখর দে, প্রচেত গুপ্ত সহ বিশিষ্টরা।

গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র ‘স্বাস্থ্যবন্ধু’র উদ্বোধন। খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

উলুবেড়িয়ায় ‘সৃষ্টিশ্রী মেলা’র উদ্বোধনে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। ছিলেন উলুবেড়িয়ার পুরপ্রধান অভয় দাস, জেলা সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া সহ অন্যরা।

যাত্রী নিরাপত্তায় অগ্নি-সুরক্ষা সেল গঠনের নির্দেশ

প্রতিবেদন : যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন লাগার প্রেক্ষিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে নতুন ও বিস্তৃত নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। পরিবহণ দফতরের তরফে জারি হওয়া এই নির্দেশিকায় সরকারি ও বেসরকারি—দু’ধরনের বাসের ক্ষেত্রেই অগ্নিনিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, নজরদারি ও জরুরি প্রস্তুতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত রাজ্য পরিবহণ সংস্থাকে যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেল গঠন করতে হবে। এই সেলগুলি নিয়মিত ভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করবে, সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং আগাম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করবে।

একই সঙ্গে প্রতিটি রাজ্য পরিবহণ সংস্থাকে অগ্নিকাণ্ড ও সড়ক দুর্ঘটনা-সহ গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বিষয়গুলি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি ও কার্যকর করতে বলা হয়েছে। সেই এসওপি সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি চালাতে হবে। বেসরকারি যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির অধীনে যাত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেল গঠন করা হবে। পাশাপাশি পরিবহণ অধিকর্তার দফতরের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি বাসগুলির জন্য একটি অভিন্ন এসওপি প্রস্তুত করা হবে, যাতে সব অপারেটরকে একই মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিয়মিত মক ড্রিল বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিটনেস সংক্রান্ত নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে মানতে হবে। বিশেষ করে যেসব বাসে ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে, সেগুলিকে আগুন লাগার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরনের বাসের রক্ষণাবেক্ষণে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে দূরপাল্লার বাসগুলিকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য পরিবহণ সংস্থার সব বাসে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অডিট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারি বাসগুলির ক্ষেত্রে মোটর ভেহিকল ইন্সপেক্টরদের সহায়তায় পরিবহণ দফতর আকস্মিক অডিট চালাবে। নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিদিন অন্তত একটি করে বেসরকারি বাস প্রতিটি জেলায় পরীক্ষা করতে হবে। কোথাও ত্রুটি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ডিফেক্ট নোটিশ জারি করতে বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলির সঙ্গে ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ইউনিটে শর্ট সার্কিটের যোগ পাওয়ায় রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ নিয়োগের প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি অপারেটরদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দু’দিন পর ফের ঊর্ধ্বমুখী পারদ

প্রতিবেদন: সপ্তাহের শেষ দু’দিন অনুভূত হবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। তারপর থেকে তাপমাত্রা ফের খানিকটা বাড়বে। তবে সর্বত্র থাকবে ঘন কুয়াশা। দৃশ্যমানতা নামতে পারে ২০০ মিটারে। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী দু’দিন পর থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। এরপর আবার ৩-৪ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। আগামী সাতদিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

আমার বাংলা
10 January, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের কাজের চাপে আত্মঘাতী বিএলও

সংবাদদাতা, কোচবিহার: একের পর এক প্রাণ নিচ্ছে এসআইআর। ফের অতিরিক্ত কাজের চাপে বিএলও-র আত্মহত্যার খবর এল। ঘটনাস্থল কোচবিহারের সুটকাবাড়ি। মৃতের নাম মাধবী রায়। রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, অতিরিক্ত কাজের চাপে কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মাধবী। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন, এত কাজের চাপ নেওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে শুক্রবার ঘটে গেল দুর্ঘটনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরলেন না।

মাধবী রায়।

রেললাইন থেকে উদ্ধার হল দেহ। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অভিযোগ করেন, কাজের চাপেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তিনি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সুটকাবাড়ি অঞ্চলে ৪/১৫২ বুথের দায়িত্বে ছিলেন। তার অভিযোগ, নতুন করে আরও চারশো জন ভোটারের হিয়ারিং বিষয়ক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নতুন করে এটা যে কত বড় চাপ সেটা কাজের সঙ্গে যুক্তরা জানেন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গুড়িয়াহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মৃতের বাড়ির এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের ময়না তদন্ত হয় তার।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ৭ নতুন প্রজাতির পাখির দেখা, খুশি বিদেশি পক্ষিপ্রেমীরা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

শুক্রবার সমাপ্ত হল অষ্টম বর্ষ বক্সা বার্ড ফেস্টিভ্যালের। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী ও পাখিপ্রেমীদের পর্যবেক্ষণে তিন দিনে এবার ২৫১ প্রজাতির পাখির নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে সপ্তম বর্ষে ২২৬টি প্রজাতির পাখি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এ বছর উৎসবে পাখিপ্রেমীদের পর্যবেক্ষণে এমন ৭টি নতুন প্রজাতির পাখি নথিভুক্ত করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী পক্ষী উৎসবগুলোতে নথিভুক্ত করা হয়নি। এর মধ্যে লং বিল্ড প্লভার, ফেরুজিনাস ফ্লাইক্যাচার-এর মতো অত্যন্ত বিরল পাখি প্রথমবারের মতো এখানে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পাখি পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, কর্মশালা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে ৬০ জন স্কুল শিক্ষার্থী এবং ৬০ জন ইকো-ট্যুরিজম সাফারি গাইড এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অষ্টম বার্ড ফেস্টিভ্যালের সূচনা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল(বন্যপ্রাণ) সন্দীপ সুন্দরিয়া। বৈচিত্রময় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়েছে পাঁচশোর বেশি পাখির প্রজাতি। প্রতি বছর বন দফতর পক্ষী বিশারদ ও পক্ষীপ্রেমীদের সরাসরি এই সমস্ত পাখি দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বক্সার জঙ্গলে এই উৎসবের আয়োজন করে। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই বার্ড ফেস্টিভ্যাল রাজ্যের প্রাচীনতম পক্ষী উৎসব। এ-বছর যে সমস্ত পাখি প্রেমী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। এমনকী দেশের মূল ভূখণ্ডের পাশাপাশি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও তিনজন এবছর এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। বন দফতর সাফল্যের সঙ্গে এবছরের পক্ষী উৎসব শেষ করতে পারায়, সংশ্লিষ্ট সকলকেই ধন্যবাদ জানান বনকর্তারা।

শহর পরিচ্ছন্ন করতে ময়দানে নামলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: শহর পরিচ্ছন্ন করতে ময়দানে নামলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ইটাহারের রাস্তায় আবর্জনা নিজের হাতে সরিয়ে নজির গড়লেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। বৃহস্পতিবার রাতে নিজে ঝাড়ু হাতে নিয়ে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে নামলেন তিনি। ইটাহার চৌরাস্তা মোড় এলাকায় এই বিশেষ সাফাই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে মোশারফ হোসেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো-র জন্য নির্ধারিত যাত্রাপথ এবং সভা স্থলের আশপাশের এলাকা দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিষ্কার করেন বিধায়ক ও কর্মীরা। দলীয় পতাকা বা তোরণ সরানো, রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কারেও সমান গুরুত্ব দেন তারা। সাধারণ মানুষের স্বার্থই অগ্রাধিকার সাফাই অভিযান চলাকালীন বিধায়ক মোশারফ হোসেন জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির জন্য এলাকায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু এর জন্য যাতে সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনও অসুবিধা না হয় এবং এলাকা যাতে নোংরা না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের নেতার সফরের পর যেন মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা আসে।

রাজ্যের উদ্যোগে আদিবাসী সংস্কৃতি যাত্রা উৎসবের সূচনা

উদ্বোধনে খগেশ্বর রায়, রণবীর মজুমদার প্রমুখ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: আদিবাসী সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসী সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েই শুরু হল উৎসব। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। জেলার বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবে মাঠে এই উৎসবের সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন হয়েছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ রাঠোর, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা। খগেশ্বর রায় বলেন, আদিবাসী সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চাকে সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে এই উদ্যোগ নেওয়া।

আগুন থেকে রক্ষা শিশুর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: আগুনে ভস্মীভূত ঘরের ভেতরের সমস্ত জিনিসপত্র। ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর, তবে হতাহতের খবর নেই। যদিও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার রামকৃষ্ণ ব্যায়ামাগার সংলগ্ন একটি বাড়িতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘরের ভেতরের সমস্ত জিনিসপত্র। জানা গিয়েছে, ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করে স্নান সেরে ঠাকুরঘরে পুজো দিচ্ছিলেন ওই বাড়ির গৃহবধূ। পুজো শেষে হাত ধুতে ওঠেন। বেসিনের জলে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আর বুঝতে বাকি থাকে না যে গোটা বাড়ি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রয়েছে। এরপর ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। নিমেষেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দলীয় কর্মীকে রেয়াত করল না তৃণমূল কংগ্রেস

সংবাদদাতা, মালদহ: অভিযোগ পেলেই নেওয়া হবে ব্যবস্থা। রেয়াত করা হবে না দলীয় কর্মীকেও। একথা বারেবারেই বলা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। তার অন্যথা হল না। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা। শিক্ষককে ঘরে আটকে লোহার রড দিয়ে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দাদাকে গ্রেফতার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ছয় দিন ধরে অধরা থাকা অভিযুক্ত আনারুল আলমকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার তাঁকে চাঁচল মহকুমা আদালতে হয়। বৃহস্পতিবার মালদহের জলঙ্গি ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়। বক্তব্য শুরু করেছেন মাত্র, র‍্যাম্প ধরে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছেন তিনি। সেই সময় মঞ্চের কাছে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসেন এক মহিলা। তাঁর আকুতি—আমাকে বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান। সাদা কাগজে খামে বন্দি অভিযোগ তুলে দেন অভিষেকের হাতে।

ডুয়ার্সে চালু চা-বাগানের শিশুসাথী, খুশি পড়ুয়ারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: আলিপুরদুয়ারের পর এবার ডুয়ার্সের মাটিয়ালিতে চালু হল চা-শ্রমিক সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার জন্য চালু হল বাস। ওই বাসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে চা-বাগানের শিশুসাথী। শুক্রবার সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই বাস পরিষেবার সূচনা করেন জেলা পরিষদের সদস্যা স্নেমিতা কালান্দি, নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা, বেলা কুজুর সহ অন্যান্যরা। ২৪

সবুজ পতাকা নাড়িয়ে চালু হল পরিষেবা। শুক্রবার।

সিটের এই বাসটি প্রতিদিন সকালে ইঙ্গু চা বাগান থেকে ছেড়ে জুরন্তি, নাগেশ্বরী চা বাগান হয়ে মেটেলি রাষ্ট্রভাষা স্কুল পর্যন্ত যাবে। এই বাস পরিষেবার ফলে এখন চা বাগানের স্কুল পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা হবে। উল্লেখ্য ডুয়ার্সের মাটিয়ালি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ঈঙ্গু চা বাগান। এদিন পড়ুয়াদের হাতে চকলেট দিয়ে তাদের বাসে উঠানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছাত্রীদের খাদ্যমেলায় জমজমাট হল রামনগরের মৈতনা গার্লস হাই স্কুল। শুক্রবার অষ্টম থেকে দ্বাদশের ছাত্রীদের এই মেলায় নিজেরাই বিভিন্ন সুস্বাদু পদ তৈরি করে আনে পড়ুয়ারা। উৎসাহ দিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও স্টলে ঘোরেন

আমার বাংলা

10 January, 2026 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

বিজেপির মিথ্যাচার, এসআইআর-হয়রানি, রাজ্যকে বঞ্চনা

প্রতিবাদে মহিলাদের বিশাল জমায়েত

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : মহিলাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক অত্যাচার ও শোষণ এবং এসআইআর লাগু করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, রাজ্যকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার প্রতিবাদে শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর ২ ব্লকের পপরয়াড়া ৬/২ অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ভিড়ে ঠাসা বিশাল জনসমাবেশ হল স্মৃতি বাটিটাকি রেলপুল মাঠে। উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তনয়া দাস, খড়্গপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ মাজি, তৃষিত মাইতি-সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী বর্ণালি জানা-সহ অঞ্চল ও ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। এদিনের সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। সভামঞ্চ থেকে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যাচার, ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির চক্রান্ত, নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ফন্দির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তৃণমূল নেতৃত্ব।

খড়্গপুরে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জনসভায় উপচে পড়ল মহিলাদের ভিড়।

বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম, দলের দুজনের বিরুদ্ধে গেলেন থানায় বুথ সভাপতি

জখম বিজেপির বুথ সভাপতি।

প্রতিবেদন : নিজেদের মধ্যেই ফের অন্তর্কলহে জড়াল নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতৃত্ব। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের অধীন গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলকুণ্ডুতে বিধায়ক কার্যালয়ে কম্বল বিলির অনুষ্ঠান পরিণত হল রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল ও জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ মাইতি। অনুষ্ঠান চলাকালীনই প্রকাশ্যে বচসায় জড়ান দুজনে। শুক্রবারের এই ঘটনায় আদতে বিজেপির আদি ও নব্য গোষ্ঠীর আধিপত্যের লড়াই সামনে এল। কম্বল বিলি করার সময় গুরুতর জখম হন বিজেপির ২৬৬ নং বুথ সভাপতি রবিশঙ্কর দাস। লোহার রড নিয়ে নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাহেব দাস এবং প্রাক্তন বুথ সভাপতি রামপদ দাস রবিশঙ্করের উপর চড়াও হন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রী কাজল দাসও নিগৃহীত হন। থানায় তাঁদের নামে রবিশঙ্করের তরফে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে বচসা থেকে এক পক্ষের দিলীপ ঘোষের নামে স্লোগানের পাল্টা হিসাবে অন্য পক্ষ গদ্দার অধিকারীর নামে স্লোগান দিতে থাকে। নেতাদের সামনে রেখে এই বাগ্‌যুদ্ধ মুহূর্তে হাতাহাতিতে পরিণত হলে খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। বিজেপির নিজেদের মধ্যে এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে গোষ্ঠীসংঘর্ষে জর্জরিত বিজেপি। গদ্দারকে নন্দীগ্রামের আদি বিজেপি নেতারা মেনে নিতে পারছেন না। সম্প্রতি দিলীপ ঘোষ সক্রিয় হয়েছেন। এরপরেই আদি বিজেপি নেতারাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ফলে প্রতিদিনই আদি-নব্য বিজেপি নেতারা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সবং ব্লকের ৩ নং দাঁতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচিতে উপস্থিত মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

জেলা পুলিশে ১৫ রদবদল

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুলিশে ফের রদবদল ঘটল। জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের পাশাপাশি এবার বদল হলেন একাধিক থানার ওসি, আইসিরা। ১৫ জন এসআই বদলি হলেন। রামনগরের ওসি বুদ্ধদেব মালকে ময়না থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ওসি হয়ে আসছেন মহিষাদল থানার বর্তমান ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাস। মহিষাদল থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তমলুক থানার সাব ইন্সপেক্টর সন্তু নস্করকে। ময়না থানার ওসি থাকা সোমনাথ শিটকে ভূপতিনগর থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূপতিনগরের ওসি শেখ মোঃ মহিউদ্দিন কাঁথি থানায় বদলি হয়েছেন। হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের আধিকারিক শেখ আসিফউদ্দিনকে চণ্ডীপুর থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চণ্ডীপুর থানার বর্তমান ওসি অরুণকুমার পতিকে পাঠানো হয়েছে তমলুক থানায়। চৌখালি ফাঁড়ির দায়িত্বে থাকা জাফর শরিফকে হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবানীপুর থানার ওসি অনুষ্কা মাইতিকে ওসি পিজি সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় আনা হয়েছে পীযূষকান্তি মণ্ডলকে। সুতাহাটা থানার ওসি দীপক অধিকারীকে পুলিশ সুপারের রিডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতাহাটা থানার ওসি হয়েছেন মহম্মদ সাহাদুল শেখ। মন্দারমণি কোস্টাল থানার ওসি হয়েছেন আব্দুল মারজান। মৌসুমী সর্দারকে তমলুক থেকে হলদিয়া মহিলা থানার দায়িত্বে এবং নন্দকুমার থানার দেবাশিস বাগকে এগরা থানায় পাঠানো হয়েছে।

বধূকে ফুঁসলে যৌনপল্লিতে বিক্রির ছক, গ্রেফতার দম্পতি

প্রতিবেদন : ভাল কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহবধূকে বাড়ি থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফেজারগঞ্জ বিজয়বাটির বাসিন্দা এক দম্পতি শুভ বসন্ত ও সঞ্চারী মাইতি বসন্তকে গ্রেফতার করল দিঘা মোহনা থানার পুলিশ। শুক্রবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া গৃহবধূর গোপন জবানবন্দি নেন কাঁথি আদালতের বিচারক। দিঘা থানায় পুলিশের সাফল্য বলে মনে করছে জেলা পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে দিঘা মোহনা থানার পূর্ব মুকুন্দপুর গ্রামের ওই গৃহবধূর সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় শুভর। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক প্রেমে গড়ায়। অভিযোগ, গৃহবধূকে বিয়ে করার পাশাপাশি ভাল কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেয় শুভ। কিন্তু তার ছক ছিল ওই গৃহবধূকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে যৌনপল্লিতে মোটা টাকায় বিক্রি করে দেওয়া। ফাঁদে পা দেন ওই বধূ। শুভর নির্দেশে গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর ৫ বছরের শিশুকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালান ওই বধূ। কাঁথির খড়্গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল শুভ। দিঘা থেকে বাসে কাঁথিতে পৌঁছন ওই গৃহবধূ। বাসে তাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এদিকে স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজে না পেয়ে দিঘা মোহনা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নিখোঁজ বধূর স্বামী। অভিযোগের তদন্তে নেমে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে পুলিশ বধূর সন্ধান পায়। জেলা পুলিশের একটি তদন্তকারী দল স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় নিখোঁজ বধূ ও শিশুকে উদ্ধার করে। বসন্ত দম্পতিকেও গ্রেফতার করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই গৃহবধূকে মোটা টাকার বিনিময়ে উত্তর প্রদেশের যৌনপল্লিতে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্তরা। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবৈধভাবে পাইপ পাচারের লরিকে ধাওয়া করে আটকাল পুলিশ, ধৃত ২

সংবাদদাতা, পাত্রসায়ের : বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ঈদিলচক নাকা পয়েন্টে সোনামুখী থেকে বর্ধমানে যাওয়া ১২৭টি লোহার পাইপ বোঝাই একটি লরির গতিপ্রকৃতি দেখে সন্দেহ হলে তাকে দাঁড় করিয়ে চালকের কাছে বৈধ নথি দেখতে চায় পুলিশ। তখন লরি নিয়ে দ্রুতগতিতে পালাতে থাকে চালক। পিছু ধাওয়া করে পুলিশ লরিটিকে ধরে ফেলে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে চালক মহাদেব মুর্মু ও খালাসি সমীর মণ্ডলকে। দুজনের বাড়ি কালনায়। শুক্রবার অভিযুক্তদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়।

সার নিয়ে মোদি-শাহের ব্যঙ্গচিত্র তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও জোরকদমে প্রচারকাজে নেমে পড়েছে তৃণমূল। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের ভগবন্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুরে তৃণমূলের উদ্যোগে চলল দেওয়াল লিখন। কোথাও লেখা, 'পদ নয় পতাকা, সব কেন্দ্রেই মমতা', 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।' কোথাও আবার ছড়া, ব্যঙ্গচিত্রে ভরে উঠেছে দেওয়াল। সার-আতঙ্কে সাধারণ মানুষের মৃত্যুকে ঘিরে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে সার-এর বিরুদ্ধে চলছে জোরদার প্রচার। উন্নয়নের পাঁচালি তুলে ধরে সরকারি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পকেও তুলে ধরা হচ্ছে প্রচারে। এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোনাজুর মোল্লা বলেন, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও দেওয়াস লিখনে প্রচারকাজ এগিয়ে রাখছি। যিনিই দলের প্রার্থী হোন না কেন, জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে। একাধিক সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা বাংলার সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। অন্যদিকে ভোটের আগে এসআইআরকে হাতিয়ার করে বিজেপি ভোট বৈতরণী পার হতে চাওয়ায় সাধারণ ভোটারদের হয়রানি ও আতঙ্ক বাড়ছে, অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। এটাও তুলে ধরা হচ্ছে দেওয়াল-প্রচারে।

১০
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

আমার বাংলা

10 January, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিযায়ী শ্রমিকরা পোর্টালে নাম তুলতে স্মারকলিপি দিলেন

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : যেসব পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিগৃহীত হয়ে রাজ্যে ফিরে আসছেন, তাঁদের জন্য সরকার নির্দিষ্ট পোর্টাল তৈরি করে দিয়েছে। তাতে নাম লেখালে এখানেই মিলবে কাজ। সেই সূত্রেই পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাৎ করলেন ওড়িশা থেকে ফিরে আসা ফেরিওয়ালারা। প্রায় ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এই সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর মাইগ্রেন্ট লেবার ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য ডাঃ সাফিন আলি। জেলাশাসক মনোযোগ সহকারে শ্রমিকদের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি আরও জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করার জন্য শিগগিরই বিশেষ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন পরিযায়ী ফেরিওয়ালারা। মাইগ্রেন্ট লেবারদের জন্য সরকারি পোর্টালে নাম তোলার আশ্বাস দেন জেলাশাসক। তাতেই তাঁর হাতে ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসককে।

জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিচ্ছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা।

বিশাল জনসভায় বক্তা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে, শুক্রবার।

পাল্টা সভায় বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন স্নেহাশিস ও সুশান্তরা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাঘমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত বিজেপির দলীয় সভা থেকে গত সোমবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তৃণমূল ও বাঘমুণ্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতোর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিতেই শুক্রবার একই পাথরডি মাঠে পাল্টা সভার আয়োজন করল তৃণমূল। এই প্রতিবাদসভায় মূল বক্তা ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও বাঘমুণ্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। সভা থেকে সুকান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তাঁরা। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে মিথ্যাচার ও কুৎসা প্রচার চালাচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সভায় শামিল হয়েছেন। স্নেহাশিস তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। একই সঙ্গে আইপ্যাকের দফতরে ইডির অভিযান, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন-সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরে বিজেপিকে বাংলা-বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। বিজেপি নেতাদের কুৎসার রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে কড়া বার্তাও দেন মন্ত্রী। সভায় সুশান্ত দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি শুধু বিধায়কপদ নয়, রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন। বিজেপির সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর কাজকর্মের সমালোচনা করে বলেন, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে চিঠি জমা দিয়ে ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করলেই উন্নয়ন হয় না। নিজের সময়কালে বাঘমুণ্ডিতে হওয়া উন্নয়নের কাজের ছবি ও তথ্য তুলে ধরে বিজেপির দাবি খণ্ডন করেন তিনি।

সভায় ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন, চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাতো, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার প্রমুখ।

আসানসোল বইমেলা জমজমাট

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে যুব শিল্পী সংসদ আয়োজিত আসানসোল বইমেলা এবার বইমেলা ৪২ বছরে পড়ল। শুক্রবার দুপুরে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক জয়া মিত্র। ছিলেন জেলাশাসক এস পুন্নবালম, আসানসোল পুর চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল, সম্পাদক সৌমেন দাস, শচীন রায়, ডাঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ গায়েন, পার্থপ্রতিম আচার্য, সোমনাথ গড়াই প্রমুখ। এরপরে যুব শিল্পী সংসদের পতাকা উত্তোলন করেন সৌমেন দাস। বইমেলার পতাকা উত্তোলন করেন জেলাশাসক। বইমেলার স্মারক পত্রিকার উন্মোচন করেন চেয়ারম্যান। বইমেলা ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। জেলাশাসক বলেন, আসানসোল এমন একটা শহর যেখানে এক মাসের মধ্যে দুটি বইমেলা হয়। একটি সরকারি, আর এটা একটা। দুটোই খুব ভালভাবে হয়। বলেন, আজ জেলাশাসক হিসেবে এসেছি, পরে বইপ্রেমী হিসেবে আসব। সবাই আসুন বইমেলায়। মনে রাখতে হবে, সমাজ যতই আধুনিক হোক না কেন বই সবসময় মানুষের সঙ্গী। সাহিত্যিক জয়া মিত্র বলেন, ৪২ বছর ধরে যুব শিল্পী সংসদ আসানসোল বইমেলা আয়োজন করে আসছে। আগামী দিনে এই বইমেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সৌমেন দাস বলেন, ১০ জানুয়ারি দুপুর থেকে বইমেলা মঞ্চে অনুষ্ঠান হবে। ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মেলা শেষ হবে। ১৬ জানুয়ারি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়ারা অংশ নিতে পারবে। ১৮ জানুয়ারি দুপুরে বসে আঁকো ও আলপনা প্রতিযোগিতা হবে। ১৫ জানুয়ারি দুপুরে কবি সম্মেলন। ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় গানে থাকবেন সাগ্নিক সেন, ১৮-য় দীপ চট্টোপাধ্যায়।

বইমেলার উদ্বোধনে জয়া মিত্র।

অবৈধ নির্মাণে অভিযান

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর পুরসভার পক্ষ থেকে শুক্রবার সকালে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অমরাবতী কলোনিতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে মোট দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, অমরাবতী কলোনির একটি হোটেলের অবৈধভাবে নির্মিত স্টোররুম ও বাথরুম পুরসভার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ ছিল, কোনও অনুমতি ছাড়াই এই নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড সায়েন্স স্কুল বিল্ডিংয়ের পিছনে থাকা আরও একটি অবৈধ নির্মাণও এদিন ভেঙে দেওয়া হয়।

স্রেফ ঘোরার নেশায় প্রেমিক যুগলের খুন করে ছিনতাই!

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : প্রেমিক-প্রেমিকার ঘোরার শখ, অথচ পয়সা নেই। তাই ঘোরার শখ মেটাতে ভয়ঙ্কর অপরাধের পথ বেছে নিল। ছিনতাই তো বটেই, খুন করতেও পিছপা হল না। চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আনল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে এক যুবকের গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ বসিয়ে মোটরবাইক, মোবাইল ও ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় উঠে এসেছে অবাক করা তথ্য। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছিনতাইয়ের ভিডিও দেখেই এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছিল প্রেমিক যুগল।

পুরুলিয়ার টামনা থানা এলাকার সোনাইজুড়িতে গত বছরের ২ অক্টোবর রাতে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনায় প্রথমে গ্রেফতার হয় পুরুলিয়া মফস্বল থানার খোঁজদা গ্রামের নির্মল গড়াই। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার বাসিন্দা তিথি বিশ্বাসকে ধরে পুলিশ। দু'জনকেই আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে মোবাইল গেমের মাধ্যমে নির্মল ও তিথির পরিচয়, পরে প্রেম। ঘটনার দিন পুরুলিয়ায় এসে দু'জনে একসঙ্গে ঘোরার পরিকল্পনা করে। কিন্তু টাকা ও বাইকের অভাবেই ছিনতাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনামতো জাতীয় সড়কের ফাঁকা এলাকায় টার্গেট খুঁজে বের করে। একা তরুণীকে অসহায় ভেবে সাহায্য করতে থামতেই হামলার শিকার হন বাইক চালক তোতন সর্দার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি জানিয়েছেন, ঘোরার নেশায় এই প্রেমিক যুগল ছিনতাইয়ের মতো গুরুতর অপরাধে জড়িয়েছে। স্রেফ ভ্রমণের শখ থেকেই এমন নৃশংস পরিকল্পনায় হতবাক তদন্তকারীরা।

নির্মল গড়াই।

তিথি বিশ্বাস।

জলচর পাখি গণনার প্রস্তুতিতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

দীপক রাম • পুরুলিয়া

আসন্ন বার্ষিক ওয়াটারবার্ড কাউন্ট ২০২৬-কে সামনে রেখে শুক্রবার সুরুলিয়া মিনি জু-তে একটি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার মেধ্য দিয়েই জলচর পাখি গণনার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। জানা গিয়েছে, গণনার প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হবে ১০ ও ১১ জানুয়ারি। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক কন্থম সুধীর, জেলার দুই বন আধিকারিক, সহ বন আধিকারিক, রেঞ্জ অফিসার, ডেপুটি রেঞ্জার ও বন দফতরের অন্য আধিকারিক ও কর্মীরা।

কর্মশালার পাশাপাশি এদিন একটি বিশেষ বুকলেটও প্রকাশ করা হয়। ওই বুকলেটে পুরুলিয়া জেলায় এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত ৭৪ প্রজাতির জলচর পাখির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। জেলাশাসক ও অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই বুকলেটের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। পাখি পর্যবেক্ষকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড গাইড হিসেবে কাজে আসবে বলে জানানো হয়। প্রশিক্ষণপর্বে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজিৎ নন্দী ও শুভ্র পাখিরা। তাঁরা দুটি পৃথক সেশনে অংশগ্রহণকারীদের জলচর পাখি শনাক্তকরণ ও গণনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলচরপাখি গণনার দ্বিতীয় পর্যায় হবে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন জেলা থেকে ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। জেলা জুড়ে ৪১টি জলাশয়ে এই সমীক্ষা চালানো হবে। সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্য সংকলন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

10 January, 2026 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

বন্য শূকরের হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, গুরুতর আহত আরও দু'জন। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাতিপাড়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম রাতিয়া ওরাওঁ(৪৮)

জয়ধ্বনি দিয়ে জননেতাকে বরণ করে নিলেন মতুয়ারা

সুমন তালুকদার • ঠাকুরনগর

পুজো দিলেন এবং জয় করলেন মতুয়াদের মন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনে কর্ষত জনসুমদ্রে পরিণত হল বনগাঁ থেকে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি সর্বত্র। জয়ধ্বনি দিয়ে জননেতাকে বরণ করে নিলেন মতুয়ারা। শুক্রবার তাঁকে ঠাকুরবাড়ি ও মতুয়াদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, উপহার, মিষ্টি, ফল প্রসাদ ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুস্তিকা সহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়। মতুয়াদের চপে কার্যত পিছু হটল শান্তনু ঠাকুর। এদিন বনগাঁর কৃষিমান্ডির স্থানী হেলিপ্যাডে নেমে ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্য সড়কপথে রওনা দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষের সঙ্গে তিনি জনসংযোগ করেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন, কখনও বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করেন। এরপর সাড়ে চারটে নাগাদ তিনি ঠাকুরবাড়িতে এসে পৌঁছান। মতুয়াদের সংঘাধিপতি তথা সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও সহ সাংঘাধিপতি তথা বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে পুজো দিতে নিয়ে যান। প্রথমে হরিচাঁদ, তারপর গুরুচাঁদ এবং শেষে বড়মার মন্দিরে শ্রদ্ধাভরে পুজো দেন। তিনি পুজো শুরু করতেই মতুয়ারা উলু, শঙ্খধ্বনি ও ডঙ্কা বিজিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন। এদিন মতুয়াদের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত আলোড়ন। আগে থেকেই লাল নিশানে সেজে উঠেছিল গোটা ঠাকুরবাড়ি। তিনি ঢোকামাত্রই জয়ধ্বনি দেয় গোটা ঠাকুরবাড়ি। পুজো দিয়ে প্রায় পাঁচটা নাগাদ তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে চলে যান। তাঁকে হাত নাড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে বিদায় দেন মতুয়ারা। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন পার্থ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ দাস, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ব্রাত্য বসু, নির্মল ঘোষ সহ বহু নেতৃত্ব। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এখানে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য দেব না। নিঃস্বার্থ নাগরিকের কথা বলে আপনারা সব সুবিধা নিচ্ছেন। মতুয়ারা যদি বেনাগরিক হয় তবে আপনারাও গদি ছাড়ুন। মানুষের ভালবাসা আটকে রাখা যায় না। যত আটকে রাখবেন ততই মানুষের আস্থা-ভরসা বাড়বে তৃণমূলের প্রতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের জন্য যা যা করেছেন তার রিপোর্ট কার্ড আমরা দিয়েছি। শান্তনু ঠাকুর ও বিজেপি কী কী করেছে তার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুন। বাকিটা রাজনৈতিক ময়দানে দেখা হবে। আমরা আছি, আপনারাও আসুন। যাঁরা এখানে বিরোধিতা করবেন তার জবাব মানুষ দেবে। প্রধানমন্ত্রী এসে যা বলে গেছেন তার একটাও করেননি। ঠাকুরবাড়ি সংক্রান্ত উন্নয়ন আমাদের সরকার করেছে, আগামী দিনেও করব।

চমকালেও মাথা নত করবে না বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

যে 'দিল্লির কাছে' মাথা নত করবেন না। মাথা নত করবে না বাংলার মানুষও। অভিষেকের অভিযোগ, তৃণমূলের জন্য একটা সংস্থা কাজ করে। এই ভোটে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় সে-কারণে তারা তৃণমূলের জন্য 'দিদির দূত' নামে একটা অ্যাপ তৈরি করেছে। কেন তারা এসআইআরে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে, কেন গরিব মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে, তাই ইডি পাঠিয়ে রেড করিয়েছে।

অভিষেক বলেন, ইডিকে পাঠিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে আর ইসি (নির্বাচন কমিশন)-কে পাঠিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করছে। ওরা ভাবছে, 'ইসিকে দিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেব। ইডি লাগিয়ে বিরোধীদলের কণ্ঠরোধ করব'। ইডি, সিবিআই, ইসি দিয়ে চমকাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী, মিডিয়া, বিচারব্যবস্থা, ইনক্যাম ট্যাক্স, অর্থব্যবস্থা আছে— লাগাও। তোমাদের সব আছে। কিন্তু মানুষ সঙ্গে নেই। আমাদের কিচ্ছু নেই। সঙ্গে মানুষ আছে। বাংলার মানুষ বিজেপির জল্লাদ আর দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে না। ইডির তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আপনারা দেখেছেন, আমার স্ত্রী, বাবা-মা-বাচ্চা, কাউকে ছাড়েনি। আমরা অন্য ধাতুতে তৈরি। আমাদের মেরুদণ্ড 'নট ফর সেল'। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা বলছে মায়েদের বন্দি করে রাখো। কে কাকে বন্দি করবে, যেদিন ব্যালট বাক্স খুলবে সেদিন বুঝবে।

আঘাত করলে আমার পুনর্জন্ম হয়

(প্রথম পাতার পর)

মানুষের ভালমন্দের খোঁজ রাখে না, শুধুই বিভেদের রাজনীতি করে ক্ষমতায় আসতে চায়!

বৃহস্পতিবার গোপনে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নথিপত্র 'চুরি' করতে আইপ্যাকের দফতর ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। খবর পেয়ে নিজে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে হাজির হয়ে দলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ইডির হাতে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতিসক্রিয়তার প্রতিবাদে মহামিছিল শেষে হাজরা মোড়ে সভা থেকে ইডিকে নিশানা করে নেত্রীর তোপ, চোরের মতো কেন এসেছ? সব ডেটা চুরি করেছ। বিএলএ-দের ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, আমার দলের তথ্য আমাদের অনুমোদন দেওয়া আইপ্যাক-এর অফিস থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে। সকাল ৬টায় ঢুকেছ, আমি তো ১১.৪৫টায় গিয়েছি। সাড়ে পাঁচঘণ্টায় সব চুরি করেছ! আমাকে আঘাত না করলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর আমায় আঘাত করলে আমার পুনর্জন্ম হয়। গতকাল আবার নতুন করে জন্মালাম।

■ মিছিল শেষে হাজরা মোড়ে জনসভা মঞ্চের দিকে নেত্রী। শুক্রবার

কেন আইপ্যাককে নিশানা? বিজেপিকে অতীত স্মরণ করিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর তোপ, ভুলে গিয়েছে বিজেপি, কানকাটাদের দল! আইপ্যাক তো ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও কাজ করেছিল। চন্দ্রবাবু নাইডু, নীতীশ কুমার, জগন রেড্ডির হয়ে কাজ করেছে। তখন প্রশান্ত কিশোর ছিল। এখন মালিকানা বদল হয়েছে। ওদের আমরা আইটি সেল দেখার দায়িত্ব দিয়েছি। আমাদের একটাই সবেধন নীলমণি। আর বিজেপির তো কয়েক কোটি। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট চুরি করে অনেক রাজ্যে জিতেছে, কিন্তু বাংলায় ঘেঁচু করবে কমিশন!

ধূপগুড়িতে তৃণমূল এসসি ওবিসি সেলের সম্মেলন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ধূপগুড়ি শহর ব্লক এসসি, ওবিসি সেলের পক্ষ থেকে শুক্রবার পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এদিকে এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মঞ্চে সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস সহ বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অশোক বর্মন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি অরূপ দে সহ অনেকে। যদিও এবিষয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস বলেন, হরঘরে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে কর্মীরা তাদের মনের কথা খুলে বলতে পারে। এ-কারণেই তো সম্মেলনের আয়োজন। সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ মিটিয়ে যেসব জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে তা দেখে ধূপগুড়িতে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে।

দিল্লিতেও প্রতিবাদ

(প্রথম পাতার পর)

হামলা চালাল দিল্লির পুলিশ। বিজেপির এই ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, আমাদের সংসদ সদস্যদের প্রতি যে লজ্জাজনক ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ করা হয়েছে, আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই। নিন্দায় সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লেখেন, এই বিজেপি দেশের লজ্জা! সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের হারাবে বাংলা। এদিন দিল্লিতে ধরনায় বসেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, সাংসদ বাপি হালদার, শর্মিলা সরকার, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদ, সাকেত গোখেল এবং মহুয়া মৈত্র। প্রশ্ন তুলছিলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অনৈতিক আচরণ নিয়ে। দাবি তুলেছিলেন, গণতন্ত্র হত্যা বন্ধ করো, ইডির অপব্যবহার বন্ধ করো। অমিত শাহ লজ্জা, লজ্জা, শরম করো, শরম করো, স্লোগান দেন তাঁরা। তাঁদের হাতে ছিল পোস্টার। সেখানে লেখা— মোদি-শাহর নোংরা কৌশল প্রত্যাখান করেছে বাংলা। শান্তিপূর্ণ এই ধরনাতেও স্বৈরাচারী আচরণ দেখিয়ে বাধা দেয় দিল্লি পুলিশ। বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষস্তরের নির্দেশে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন তাঁরা। চ্যাংদোলা করে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় বাসে। মহিলা সাংসদদের সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করা হয়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন সাংসদরা। রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সাংসদদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে ধরনাস্থল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। বসিয়ে রাখা হয় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। থানাতেই টানা প্রতিবাদ। এরপর দুপুর সওয়া তিনটে নাগাদ তাঁদের ছাড়া হয় থানা থেকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আমাদের সংসদ সদস্যদের প্রতি যে লজ্জাজনক ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ করা হয়েছে, আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই। সাংসদদের রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে যে ঘটানো হল, তা আইন প্রয়োগ নয়। বরং এটি উর্দি পরা ঔদ্ধত্য। মনে রাখবেন, এটি একটি গণতন্ত্র বিজেপির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যখন বিজেপি নেতারা প্রতিবাদ করেন, তখন তারা লাল গালিচা ও বিশেষ সুবিধা আশা করেন। আর যখন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা আওয়াজ তোলেন, তখন তাঁদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্য টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আটক করা হয় এবং অপমান করা হয়। এই দ্বৈত নীতি বিজেপির গণতন্ত্রের ধারণাকেই ভূলুণ্ঠিত করে দেয়।

অভিষেক লেখেন, বিজেপির শাসনে গণতন্ত্রকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর অপরাধীদের পুরস্কৃত করা হয়। এজেন্সিগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নির্বাচনে কারচুপি করা হয়। প্রতিবাদ জানালে বিক্ষোভকারীদের জেলে ঢোকানো হয়। কিন্তু জামিন দেওয়া হয় ধর্ষকদের। এটাই হল বিজেপির নতুন ভারতের রূপ। অভিষেকের সাফ কথা, বিজেপির এই অপশাসনে দেশের বাকি অংশকে যদি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্যও করা হয়, বাংলা প্রতিরোধ করবে। বিজেপি শুনে রাখো, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং তোমাদের পরাজিত করব। তোমরা যতই শক্তি প্রয়োগ করো না কেন তোমরা হারবেই, আবার জিতবে বাংলা।

দিল্লি দরবার

10 January 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মর্মান্তিক! দিল্লির সাকেত আদালত চত্বরের আবাসন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বিশেষভাবে সক্ষম এক ক্লার্ক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, হরিশ সিং নামে ওই ব্যক্তি অতিরিক্ত কাজের চাপে বেসামাল হয়ে সবচেয়ে উঁচু ভবনের মাথায় উঠে যান। ঝাঁপিয়ে পড়েন নিচে

এজেন্সির তাণ্ডব, প্রবল ঠান্ডায় বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী

তৃণমূলের প্রতিবাদী মহিলা সাংসদদের উপর পেশির নির্লজ্জ আস্ফালন শাহর পুলিশের

নয়াদিল্লি: অমিত শাহর পুলিশ যে কতটা নিচে নামতে পারে, শুক্রবার তার নিকৃষ্ট উদাহরণ দেখল দিল্লির রাজপথ। তৃণমূল সাংসদদের প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে বিজেপির নির্দেশে তাণ্ডব চালাল দিল্লি পুলিশ। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা, তৃণমূলের মহিলা সাংসদের উপর পেশিশক্তির আস্ফালন দেখাতে পিছপা হল না শাহর পুলিশ। শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্রর মতো মহিলা সাংসদদের ধাক্কা মেরে, টেনেহিঁচড়ে, এমনকী চ্যাংদোলা করে তোলা হল পুলিশের বাসে। পুলিশের এমন অসভ্যতা দেখে স্তম্ভিত পথচলতি মানুষ। নিন্দার ঝড় দেশজুড়ে।

কলকাতায় আইপ্যাকের অফিসে ইডির নথি চুরি অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতরের সামনে শান্তিপূর্ণ ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। এদিন সকাল ৮.৪০টা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নতুন অফিস কর্তব্যভবন ৩-এর সামনে বসে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের আটজন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, বাপি হালদার, কীর্তি আজাদ ও শর্মিলা সরকাররা। হঠায় ধরনাস্থল থেকে উৎখাত করতে তৃণমূল সাংসদের পেশি শক্তি দেখিয়ে হামলা চালায় পুলিশ। শুরু হয় সাংসদদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। চূড়ান্ত অসভ্যতা পুলিশের। টেনেহিঁচড়ে চ্যাংদোলা করে মহুয়া মৈত্র ও শতাব্দী রায়কে দিল্লির মহিলা পুলিশ বাসে তুলে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হায় হায়-স্লোগান তুললে দিল্লি পুলিশ সাংসদ বাপি হালদার ও সাকেত গোখেলকে চ্যাংদোলা করে বাসে ভরে দেয়। অকথ্য ভাষা পুলিশের মুখে। সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বাসে টেনে তোলা হয়। সাংসদদের সঙ্গে পুলিশের অসভ্যতা এখানেই থেমে থাকেনি। তাঁদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়।

তবুও দিল্লির পুলিশের ন্যক্কারজনক ব্যবহারের পরেও কোনওভাবেই দমেননি তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। প্রতিমা মণ্ডল, শতাব্দী রায়,শর্মিলা সরকার, মহুয়া মৈত্র—আটক সাংসদরা বাসে উঠে মোদি সরকারের নির্মমতার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন, 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের অপমানজনক ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, মহিলা পুলিশ এমন গায়ের জোর দেখিয়েছে যে প্রত্যেক সাংসদ আঘাত পেয়েছেন, চোট লেগেছে তাঁদের। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র মোদি ও অমিত শাহকে তুলোধোনা করে বলেন, নিজের মতামত প্রকাশ করাটা গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা গতকালের ইডি-র অভিযানের প্রতিবাদ করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে কীভাবে বাসে করে আমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে, সারা দেশের লোক দেখুন। এদের বুকের পাটা নেই। তৃণমূলকে 'বাঘের বাচ্চা' বলে অভিহিত করেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনি, অগ্নিকন্যা। বিজেপি বারবার তাঁর কাছে হেরে যাচ্ছে। অমিত শাহর পুলিশ য়েভাবে হামলা করেছে, বাংলায় নথি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, বাংলার মানুষ আবারও যোগ্য জবাব দেবেন তাদের। আবারও বাংলায় হারবে বিজেপি।

দিল্লির প্রবল ঠান্ডায় সাংসদদের প্রায় ৫ ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। শেষে ৩.১৫টা নাগাদ সাংসদদের থানা থেকে ছাড়া হয় বলে জানিয়েছেন সাংসদরা।

ডাইনি অপবাদে বিহারে পিটিয়ে খুন মহিলাকে

পাটনা : বিজেপি-নীতীশের বিহারে প্রশাসনিক ব্যর্থতার সুযোগে ক্রমশই কুসংস্কারের দোসর হচ্ছে নৃশংসতা। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নিরীহ মানুষ। পরিণতিতে মৃত্যুও। এবারে ডাইনি অপবাদ দিয়ে গণধোলাই দেওয়া হল একই পরিবারের ৩ মহিলাকে। মৃত্যু হল একজনের। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন বাকি দু'জন। অমানবিক নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নওয়াদা জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত মহিলার নাম কিরণ দেবী। কেন এই হামলা? প্রতিবেশী মুকেশ চৌধুরির একসন্তান শিশু বারবার অসুস্থ হয়ে পড়াকে কেন্দ্র করেই গোলমালের সূত্রপাত। শিশুটির বাবা-মায়ের অভিযোগ, ওই ৩ মহিলা কালাজাদু করার ফলেই বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাঁদের সন্তান। সত্যি-মিথ্যে যাচাই না করে এরপরেই কিরণ দেবী এবং তাঁর দুই জা-এর উপরে আছড়ে পড়ে অযৌক্তিক গণরোষ। ইট, রড, লাঠি নিয়ে তাঁদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহেন্দ্র এবং তার পরিবার।

পাহাড় থেকে খাদে বাস, হিমাচলে হত ১৪

সিমলা : ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেল দৃশ্যমানতা। পাহাড়ি পথে বাঁক নিতে গিয়ে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস। প্রাণ হারালেন অন্তত ১৪ জন। গুরুতর জখম ১৮। শুক্রবার ভোরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হল হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বেসরকারি বাসটি যাচ্ছিল সোলান থেকে হরিপুরের পথে। চারিদিকে তখন ঘন কুয়াশা। সামনে পিছনে প্রায় দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। ওই অবস্থাতেই বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। উল্টে গড়িয়ে পড়ে গভীর খাদে। যাত্রীদের আর্তচিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু বাসটি এতটাই দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল যে আটকে পড়া যাত্রীদের বের করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল এসে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া বাসের ভেতর থেকে উদ্ধার করেন যাত্রীদের। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮ জনের। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কুয়াশার মধ্যে বাঁক নিতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। প্রকৃত কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

যোগীরাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি

লখনউ: গেরুয়া শিবিরের মডেল রাজ্য উত্তরপ্রদেশেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় গলদ। তাও আবার মুখ্যমন্ত্রী যোগীর নাকের ডগায় ঘটেছে এই নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনা। অথচ তিনি দুর্নীতি নিয়ে সর্বদাই গলা ফাটান। অধ্যাপক নিয়োগে রাজ্যের সরকারি আমলারা প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত, এমন অভিযোগে রীতিমতো চাপে পড়েছে যোগীর সরকার। জানাজানি হতেই পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে গেরুয়া সরকার।

কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রীর জেল

তিরুবনন্তপুরম : গোপন কথাটি রইল না গোপনে, অন্তর্বাস বদলানোর খেসারত দিতে বিধায়ক পদ হারাতে হল কেরলের ৭১ বছর বয়সি প্রাক্তন মন্ত্রী অ্যান্টনি রাজুকে। তিন বছরের কারাদণ্ডও হল। ঘটনাটা বছর ৩৫ আগের। সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া বিধায়ক আইনজীবীও ছিলেন। প্রায় তিন দশক আগে একটি মাদক মামলায় মক্কেলের অন্তর্বাস বদলে ফেলেছিলেন তিনি। তারই শাস্তি হিসেবে প্রায় ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইতি।

শর্মিলা ঠাকুরকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি : পথকুকুর মামলায় অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার মামলার শুনানিপর্বে সওয়ালকারীর যুক্তিও খারিজ করে দিল ৩ সদস্যের বেঞ্চ। শর্মিলা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রীতিমতো ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতিরা বলেন, আপনি বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এইমসের গোল্ডি নামে একটি পথকুকুর প্রসঙ্গে বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চের মন্তব্য, হাসপাতালে থাকা পথকুকুরদের মহান করার কোনও প্রয়োজন নেই। শর্মিলা ঠাকুরের আইনজীবীর সওয়াল, আর্মেনিয়া, জর্জিয়ার মতো কুকুরগুলির গলায় রং-বেরঙের কলার লাগানো উচিত, যা তাদের আচরণের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। এই যুক্তি খারিজ করেই ভর্ৎসনা করা হয় অভিনেত্রীকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বিরুদ্ধে জারি করা হল গ্রেফতারি পরোয়ানা। বৃহস্পতিবার এই ওয়ারেন্ট জারি করেছে পাকিস্তান অধিকৃত বালোচিস্তানের নির্বাসিত সরকার। সেই গ্রেফতারি পরোয়ানা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এনেছেন বালোচ নেতা মির ইয়ার বালোচ

আন্তর্জাতিক আইন মানবেন না সাফ জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে বেলাগাম ঔদ্ধত্য আমেরিকার

ওয়াশিংটন: আন্তর্জাতিক আইন মানার দায় নেই তাঁর। ফের বেলাগাম ঔদ্ধত্য দেখালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার সেনা-সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর নিজের নৈতিকতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলে যুক্তি দিলেন তিনি। অন্য দেশে সেনা অভিযানের পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তিনি যে কোনও আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করবেন না, নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস করছে আমেরিকা, বলল জার্মানি

কমান্ডো বাহিনী 'ডেল্টা ফোর্স' পাঠিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে বন্দি করেছে আমেরিকা। 'অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজল্‌ভ' নামে এই মার্কিন অভিযান নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে কীভাবে একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে অপহরণ ও বন্দি করতে পারে আমেরিকা? ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলভাণ্ডার দখল করতে আমেরিকা এই আগ্রাসন চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে একাধিক দেশ। এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে রাষ্ট্রসংঘও। আন্তর্জাতিক আইন গুরুতরভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, মার্কিন কংগ্রেসও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনুমোদন ছাড়া পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করতে বার্তা দিয়েছে। এই আবহে সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে নিজের সীমাহীন ক্ষমতা জাহির করলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ বলেন, এই বিষয়ে একটি জিনিসই আছে। তা হল আমার নিজস্ব নীতি। আমার নিজস্ব মন। এটিই একমাত্র জিনিস যা আমাকে থামাতে পারে। আমার আন্তর্জাতিক আইন মানার দায় নেই। তাঁর আশ্বাস, আমরা কোনও সাধারণ মানুষকে আঘাত করতে চাইছি না।

বিতর্কিত সামরিক অভিযান শুরুর আগে ধারাবাহিকভাবে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আমেরিকায় মাদক চোরাচালান করার অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাদুরোর মাদকযোগের অভিযোগ আনেন। যদিও ট্রাম্পের সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে আমেরিকার সরকারি রিপোর্ট। আমেরিকায় মাদক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার ২০২৪ সালের রিপোর্ট বলছে, মেক্সিকো এবং কলম্বিয়া থেকেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাদক ঢোকে মার্কিন মুলুকে। কীভাবে ঢোকে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। এই পরিস্থিতিতে সেনা অভিযান এবং প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অপহরণ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। নিউইউর্ক টাইমসের প্রশ্নকর্তা ট্রাম্পের কাছে জানতে চান, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার দায়বদ্ধতা তাঁর সরকারের আছে কি না। জবাবে ট্রাম্পের মন্তব্য, আন্তর্জাতিক আইন নয়, তিনি চলবেন নিজের নৈতিকতার ভিত্তিতেই।

নিজের দেশ সামলান, ট্রাম্পকে কড়া বার্তা শীর্ষনেতা খামেনেইয়ের

ইরানে বিক্ষোভের জেরে বন্ধ ইন্টারনেট

তেহরান: অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলিয়ে নিজের দেশের দিকে মনোযোগ দিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়াভাবে এই বার্তা দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। একইসঙ্গে ইরানের বিক্ষোভকারীদেরও সতর্ক করেছেন তিনি। খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারি, এই দেশের মধ্যে থেকে কেউ যদি বিদেশি শক্তির হয়ে ভাড়াটে সৈন্যের মতো কাজ করে, তবে তা সহ্য করবে না ইরান।

গত ২৭ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ব্যবসায়ীরা। দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে সেই ক্ষোভের আঁচ। প্রাথমিকভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চললেও ক্রমে তা রাজনৈতিক মোড় নিয়ে খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিক্ষোভের চেহারা নেয়। ইতিমধ্যেই সেনা ও পুলিশের সংঘাতে ইরানে ৩৬ জন প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়েছে, যা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা চলবে না। যদি ইরান প্রশাসন মানুষ মারতে শুরু করে, তাহলে আমরা তাদের উপর খুব কঠিন আঘাত হানব। ট্রাম্পের এই আগ বাড়িয়ে হুঁশিয়ারিকে ভালভাবে নেননি। এর পরই মুখ খুললেন খামেনেই। শুক্রবার তিনি ট্রাম্পের উদ্দেশে বলেন, আপনি নিজের দেশের দিকে মনোযোগ দিন। অন্য দেশের বিষয়ে নাক না গলিয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে আপনার ভাবা উচিত।

একইসঙ্গে নিজের দেশের বিক্ষোভকারীদেরও সতর্ক করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। শুক্রবার খামেনেই বলেন, বিক্ষোভকারীরা অন্য দেশের প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য নিজেদের দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছেন। এর বিরুদ্ধে ইরানি তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। শুক্রবার নিজের বক্তৃতায় দফায় দফায় ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন খামেনেই। ট্রাম্পকে 'অহঙ্কারী' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ইরানিদের রক্ত লেগে রয়েছে। খামেনেইয়ের দাবি, ট্রাম্পের পতন হবেই। সেইসঙ্গে খামেনেই বুঝিয়ে দেন, বিক্ষোভ দমনে পিছপা হবে না প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, পারস্য রাজবংশের উত্তরসূরি রেজা পাহলভির ডাকে ইসলামিক রিপাবলিক শেষ করার দাবিতে দেশজুড়ে শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়েছে ইরানে। মার্কিনপন্থী নির্বাসিত যুবরাজের ডাকে রাস্তায় নেমে আমজনতার প্রতিবাদের জেরে ইরান জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে আয়াতোল্লা খামেনেই প্রশাসন। দেশের বাইরে ফোন করাও নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সাহায্য চেয়েছেন পাহালভি। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে যুবরাজ পাহলভি খামেনেই প্রশাসনকে তোপ দেগে লেখেন, কয়েক লক্ষ ইরানবাসী আজ স্বাধীনতা চেয়ে মিছিল করেছেন। তার জবাব দিতে প্রশাসন ইরানে যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দমনপীড়নের পথে হাঁটছে।

আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড আক্রমণ করলে আগে চলবে গুলি, পরে প্রশ্ন: ডেনমার্ক

কোপেনহেগেন: গত কয়েকদিন ধরেই 'গ্রিনল্যান্ড চাই' বলে হুমকি দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলা কাণ্ডের পর একধাপ এগিয়ে ইউরোপের এই দেশ দখল করে ছাড়বেন বলে লাগাতার বলে চলেছেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমেরিকাকে পাল্টা কড়া বার্তা দিল ডেনমার্ক। ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সাফ জানিয়েছে, আমেরিকা যদি গ্রিনল্যান্ড আক্রমণ করে তাহলে ডেনিশ সেনারা আগে গুলি চালাবে এবং পরে প্রশ্ন করবে। কোনও আগ্রাসনকারীকে রেয়াত করা হবে না। এটি ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী করা হবে। সেই নিয়মে বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিহত করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের ভরসায় থাকবে না সেনারা। ডেনিশ মিডিয়ায় সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে সেনাবাহিনীর এই নিয়ম এখনও বলবৎ রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোভুক্ত গ্রিনল্যান্ড দখল করা হবে বলে বারবার প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন, তখনই এই কড়া মন্তব্য করল ডেনমার্কের সরকার। সেদেশের সরকারের বক্তব্য, এই দ্বীপ বিক্রির জন্য নয়। ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিক্সেন ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আক্রমণের অর্থ ন্যাটোজোটের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অবসান। অন্যদিকে, ইউরোপীয় দেশগুলির নেতারাও যৌথ বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে।

মোদির জেদেই ভেস্তে গিয়েছে বাণিজ্যচুক্তি

ওয়াশিংটন: প্রধানমন্ত্রী মোদির জেদের জন্যই ভারত-আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী জেদবশত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপ এড়িয়েছেন। ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তির অচলাবস্থা নিয়ে এবার এই নয়া যুক্তি দিল আমেরিকা। ট্রাম্প প্রশাসনের লাগু করা বিরাট শুল্কের বোঝা বইতে হচ্ছে ভারতকে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দুই দেশের আলোচনা চলাকালীন এবার অদ্ভুত অজুহাত দিলেন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক। তিনি দাবি করেছেন, মোদি নিজে একটা ফোন না করাতেই নাকি ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকা আর ভারতের নতুন বাণিজ্যচুক্তি! হাওয়ার্ড লুটনিক একটি পডকাস্টে জানিয়েছেন, ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ফোন করার কথা ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। কিন্তু জেদবশত তা করেননি মোদি। ট্রাম্পের কাছে সেই ফোন আসেনি। ফলে বাণিজ্যচুক্তি করেনি আমেরিকা। ইতিমধ্যেই আবার ভারত-সহ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলির উপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর বিলে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ট্রাম্প। তার ফলে ফের ভারতের উপর শুল্ককোপের সম্ভাবনা প্রবল।

প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে যেখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সেখানে কেন শেষ মুহূর্তে সেই উদ্যোগ নিল না কেন্দ্র? মার্কিন সচিবের দাবি যদি সত্য হয় তাহলে ভারতের স্বার্থে কেন নিজের ইগো ত্যাগ করে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলেন না প্রধানমন্ত্রী, সেই প্রশ্ন উঠবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বাণিজ্যচুক্তি না হওয়াকে গুরুতর কূটনৈতিক গাফিলতি হিসাবে দেখছেন।

টেলি স্টেজ
10 January, 2026 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৭-১৮ জানুয়ারি হাওড়ার রামরাজাতলা বাণীনিকেতন হলে অনুষ্ঠিত হবে অনুযুগ নাট্যোৎসব ২০২৬। উদ্বোধন করবেন অভিনেতা শঙ্কর চক্রবর্তী

জাতীয় নাট্য উৎসব

গিরিশ মঞ্চ এবং মধুসূদন মঞ্চে চলছে ৮ম জাতীয় নাট্য উৎসব। ৯ দিনে মঞ্চস্থ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের ১৭টি নাটক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র আয়োজিত এই উৎসবে মেলবন্ধন ঘটছে নানা ভাষা, নানা মতের। ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

শহর এখন শীতের দখলে। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে প্রত্যেকেই। এই সময়েই সংলাপের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে পৌষের নরম বাতাসে। কারণ, কলকাতার গিরিশ মঞ্চ এবং মধুসূদন মঞ্চে চলছে ৮ম জাতীয় নাট্য উৎসব। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র।

৪ জানুয়ারি রবিবার, গিরিশ মঞ্চে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে হয়েছে উদ্বোধন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক অতীন ঘোষ, নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস মজুমদার, বিভাগের অধিকর্তা কৌস্তুভ তরফদার, সচিব অনুপ গায়েন প্রমুখ। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, এই উৎসবের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮৩ লক্ষ টাকা। আমাদের সরকার থিয়েটারের পিছনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে, দেশের মধ্যে আর কোনও সরকার সেটা করেছে কি না সন্দেহ। এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে মিনার্ভাকে আরও অনেক মানুষের কাছে, জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৯ দিনে মঞ্চস্থ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৭টি নাটক। মূলত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে নাট্যদলগুলোকে। আবেদনপত্র জমা পড়েছিল ১০১টি। স্ক্রিনিং কমিটি নাটকগুলো বাছাই করেছেন।

উদ্বোধনী নাটক ছিল ব্রাত্য বসু রচিত, অর্পিতা ঘোষ নির্দেশিত মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটারের ‘মাৎস্যন্যায়’। মঞ্চস্থ হয়েছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। আগাগোড়া দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। নাটকটি বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ‘টাইটাস অ্যান্ড্রনিকাস’ অবলম্বনে লেখা। ঘটানো হয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। পুষ্যভূতি বংশের সিংহাসন দখলের লড়াই, বিশেষত হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত, যা তৎকালীন মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে। ক্ষমতা, রাজনীতি, প্রেম ও প্রতিশোধের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও রাজপুরুষদের গোপন আন্তঃসম্পর্ক দেখানো হয়েছে। সেইসঙ্গে চিত্রিত হয়েছে একজন বীর সেনানায়কের গভীর দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ। প্রেক্ষাপট বহু প্রাচীন। তাপ অনুভব করা যায় সমকালেও। চিরকালীন তো সেটাই, যে-সৃষ্টি দুটি পৃথক সময়কালকে সার্থকভাবে একটি সুতোয় গাঁথতে পারে। আলোচ্য নাটকটি সেই গোত্রের। কেন তিনি বর্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ, এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছেন নাটককার। পরিচালনাও অনবদ্য। কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীলা ভট্টাচার্য, শুভজিৎ মল্লিক, সায়ন্তন কুণ্ডু, সুচেতনা পল, গৌরব মুখোপাধ্যায়, সস্মিত চক্রবর্তী, সৈকত ঘোষাল, পূজা পাল, জিতাদিত্য চক্রবর্তী, দেবাঙ্কি সুর, এসকে সামিম হোসেন, সৌম্যশেখর চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ সাঁপুই, পিয়ালী মুখোপাধ্যায়, রানা, সায়ন্তনী চক্রবর্তী, সর্বজিৎ সরকার, সৌম্যদীপ রায়, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, তন্ময় মণ্ডল। আবহে দিশারী চক্রবর্তী। আবহ প্রক্ষেপণে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। কোরিওগ্রাফি সোমা গিরি। আলো পল্লব জানা। পোশাকে অনীক ঘোষ, মাধবী বিশ্বাস, পায়েল সাহু। রূপসজ্জায় মহম্মদ আলি। সহকারী নির্দেশক বিহান মণ্ডল। প্রত্যেকেই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে অনবদ্য একটি প্রযোজনা। বারবার দেখার মতো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা

‘মাৎস্যন্যায়’ নাটকের একটি দৃশ্য

বাকি নাটকগুলোও উচ্চ প্রশংসিত হচ্ছে। দর্শকদের ভাবাচ্ছে। জাগাচ্ছে। প্রতিদিনই দুই প্রেক্ষাগৃহ থাকছে প্রায় পূর্ণ। ৫ জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে লিটল থিসপিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গলের হিন্দি নাটক ‘চাক’। নির্দেশনায় উমা ঝুনঝুনওয়ালা। মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে নদিয়ার শান্তিপুর সাংস্কৃতিক প্রযোজিত ‘কারাগার’। নির্দেশনায় কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। ৬ জানুয়ারি, উৎসবের তৃতীয় দিন মঞ্চস্থ হয়েছে মহারাষ্ট্রের পুণের দুটি নাটক। গিরিশ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে রাখাদি স্টুডিওর মারাঠি নাটক ‘থাকিশি সমভাদ’। নির্দেশনায় অনুপম বার্ভে। মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে সোশ্যাল মঞ্চ অ্যান্ড পিস প্রোজেক্টস-এর হিন্দি-ইংরেজি দ্বিভাষিক নাটক ‘সামথিং লাইক ট্রুথ’। নির্দেশনায় পর্ণা পিঠি। ৭ জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে অসমীয়া নাটক ‘ওই ইয়া’। প্রযোজনায় শিপাভূমি। নির্দেশনায় পলাশ লোইং। মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে সঞ্জয় কর নির্দেশিত বাংলা নাটক ‘রঙিন রুমাল’। প্রযোজনায় ত্রিপুরা আগরতলার নাট্যভূমি।

৮ জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে বাংলা নাটক ‘নিতান্ত ব্যক্তিগত’। প্রযোজনায় কলকাতার কার্টেন কল। নির্দেশনায় তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী। মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে কলকাতার হাতিবাগান কাব্যকলা মনন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রযোজিত বাংলা নাটক ‘ভুতো’। নির্দেশনায় সুমিতকুমার রায়। ৯ জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে মহারাষ্ট্রের পুণের আসক্ত কলা মঞ্চের মারাঠি নাটক ‘ভায়া সাভারগাঁও খুর্দ’। নির্দেশনায় সুযোগ দেশপান্ডে। মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে মহারাষ্ট্রের শচীন শিন্ডে অ্যাকাডেমি অফ পারফর্মিং আর্টস নাসিকের মারাঠি নাটক ‘কালগিতুরা’। নির্দেশনায় শচীন শিন্ডে।

জাতীয় নাট্য উৎসব চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুরু প্রতিদিন সন্ধে ৬-৩০ মিনিটে। মঞ্চস্থ হবে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৬টি নাটক। এই উৎসবে মেলবন্ধন ঘটছে নানা ভাষা, নানা মতের। সেইসঙ্গে ঘটছে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়। সুযোগ থাকছে দেখার। শেখার। জানার। শীতের জড়তা এক ঝটকায় কাটিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। আলোকালো মঞ্চ, নানা রঙের চরিত্র, বিচিত্র সংলাপ রয়েছে আপনারই অপেক্ষায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

10 January, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বড় ছেলে ব্রুকলিন

সুপার কাপ ফাইনালে এল ক্লাসিকো

ভালভার্দের বিস্ময়-গোল জেতাল রিয়ালকে

জেদ্দা, ৯ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মাদ্রিদ ডার্বি জিতে ফাইনালে বার্সেলোনার সামনে রিয়াল। রবিবার রাতে জেদ্দায় এল ক্লাসিকো।

ম্যাচের তখন আধ মিনিটও হয়নি। অ্যাটলেটিকোর বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক পায় রিয়াল মাদ্রিদ। জুড বেলিংহ্যামকে ফাউল করেন অ্যাটলেটিকোর কনোর গালাঘার। ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিক নেন ফেডে ভালভার্দে। রিয়াল সমর্থকরাও গ্যালারিতে আড়মোড়া ভাঙার সুযোগ পাননি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভালভার্দের রকেট গতির শট (৭৬ সেকেন্ড) অ্যাটলেটিকো রক্ষণে 'মানবপ্রাচীর' ভেদ করে জালে জড়িয়ে যায়। চোখধাঁধানো গোলের পর প্রায় উন্মাদের মতো উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন ভালভার্দে। অ্যাটলেটিকের বিরুদ্ধে এটিই রিয়ালের দ্রুততম গোল।

ভালভার্দের দুরন্ত গোলের পর ৫৫ মিনিটে রিয়ালের হয়ে দ্বিতীয় গোল রদ্রিগোর। ব্রাজিলীয় তারকার গোলেও সহায়তা করেন ভালভার্দে। অ্যাটলেটিকো একটি গোল শোধ করে। গোলদাতা আলেকজান্ডার সোরলথ। তাতে অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। ২-১ গোলে জিতে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার মুখোমুখি মাদ্রিদ জায়ান্টরা। লা লিগা মিলিয়ে টানা ৯ ম্যাচ জিতে ক্লাসিকোয় নামবে বার্সা। হান্সি ফ্লিকের দলের শক্তি বাড়িয়ে ফাইনাল খেলার জন্য প্রস্তুত ফরাসি তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে। এদিন ম্যাচের পর জানিয়েছেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো।

এমবাপের অনুপস্থিতিতে দলকে ভরসা দিয়েছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এদিনও দলের জয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল। তবে এমবাপে ফাইনালে খেললে গার্সিয়াকে বেঞ্চে বসতে হতে পারে। ফ্রি-কিকে দ্রুততম গোল করে ভালভার্দে বলেছেন, অনেক দিন গোল পাইনি। তাই দলকে জিততে সাহায্য করতে পেরে ভাল লাগছে। তিনি এভাবেই দলকে জেতাতে চান।

গোলদাতা ভালভার্দের সঙ্গে উৎসব রডরিগোর। স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে।

শেষ চারে সিন্ধু, সাত্ত্বিকদের হার

কুয়ালালামপুর, ৯ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম টুর্নামেন্ট খেলতে নেমেই সেমিফাইনালে পিভি সিন্ধু। শুক্রবার মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ আটের লড়াইয়ে, প্রতিপক্ষ জাপানি শাটলার আকিনে ইয়ামাগুচিকে টপকে শেষ চারের ছাড়পত্র পেয়েছেন সিন্ধু। তবে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকার কাজটা সহজ করে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপ্রত্যাশিত চোট। প্রথম গেম সিন্ধু ২১-১১ পয়েন্টে জেতার পর, হাঁটুর চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন চুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই ইয়ামাগুচি। তবে প্রথম গেমে সিন্ধু দুর্দান্ত খেলেছেন।

দীর্ঘ আট বছর পর মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন বর্তমানে মেয়েদের সিঙ্গলসের ১৮ নম্বর সিন্ধু। এবার তাঁর সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ সেমিফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় বাছাই চিনা শাটলার ওয়াং ঝি ই। তবে এদিনই পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মদ শোহিবুল ফিকরি ও ফজর আলফিয়ানের কাছে ১০-২১, ২১-২৩ গেমে হেরে যান সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

মশাল গার্লসদের টানা ছ'নম্বর জয়

রেস্টি ও ফাজিলার উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : মেয়েদের আই লিগে মশাল গার্লসদের দাপট অব্যাহত। শুক্রবার কল্যাণীতে গোকুলাম কেরলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিক করল লাল-হলুদের প্রমীলা বাহিনী। এদিনের জয়ের পর, ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সেথু এফসি।

গোকুলামের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথম গোলের জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে ৩৫ মিনিটে ফাজিলা ইকওয়াপুটের গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ। উগান্ডার স্ট্রাইকার আগের ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন স্ট্রেচারে চড়ে। এদিন অবশ্য পুরো নব্বই মিনিটই মাঠে ছিলেন ফাজিলা। গোলও করলেন। চলতি লিগে যা তাঁর ৯ নম্বর গোল। তবে এদিন বেশ কিছু সহজ সুযোগও নষ্ট করেছেন ফাজিলা। নইলে তাঁর এবং দলের গোলসংখ্যা আরও বাড়ত।

বিরতির পর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আরও দু'টি গোল করেন রেস্টি নানজারি ও সুলঞ্জনা রাউল। ৫৫ মিনিটে রেস্টির শট গোকুলাম গোলকিপার রুখলেও, বল গোললাইন অতিক্রম করেছিল। ৭৬ মিনিটে সুলঞ্জনার হেড বিপক্ষ গোলকিপারের হাত ফসকে জালে জড়ায়।

আর্সেনালের দৌড় থামাল লিভারপুল

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে ১১ বছর পর লিভারপুলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল আর্সেনাল। শেষবার এমন ঘটনা ঘটেছিল ২০১৫ সালে। দু'দলের প্রথম সাক্ষাতে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের কাছে ০-১ গোলে হেরেছিল আর্সেনাল। তাই ঘরের মাঠে ফিরতি লেগের ম্যাচটা মিকেল আর্তেতার কাছে ছিল বদলার মঞ্চ। কিন্তু ১ পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। বৃষ্টি এবং প্রবল হাওয়া ভাল ফুটবলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ম্যাচে। গোল করার সুযোগ এসেছিল দু'দলেরই সামনে। কিন্তু কেউই কাজের কাজটা করতে পারেনি। ড্র করেও, অবশ্য লিগ তালিকার শীর্ষস্থান নিজেদের দখলে রেখেছে আর্সেনাল। ২১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪৯। অন্যদিকে,২১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট পাওয়া লিভারপুল রয়েছে চার নম্বরে। টানা পাঁচ ম্যাচ জেতার পর হোঁচট খেল আর্সেনাল। কোচ আর্তেতা বলেন, জিততে না পেরে হতাশ। তবে ম্যারথন লিগে সব ম্যাচ জেতা তো সম্ভব নয়। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের বক্তব্য, ম্যাচটা থেকে তিন পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিল। গোলের সুযোগ আমরাই বেশি পেয়েছি।

রোনাল্ডোর গোলেও হার আল নাসেরের

হেরে হতাশ রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ৯ জানুয়ারি : টানা ১০ ম্যাচ জিতে সৌদি লিগে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছিল আল নাসের। কিন্তু হঠাৎ করেই ছন্দপতন। শেষ দুটো ম্যাচের একটি ড্র ও একটি হারের পর এবার আল কাদিসিয়াহর কাছে ১-২ গোলে হেরে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। ফলে ১৩ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দুইয়ে আটকে রইল আল নাসের। সমান ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

ঘরের মাঠে শুরুটা দাপটের সঙ্গে করেও প্রথমার্ধে গোলের দেখা পাননি রোনাল্ডোরা। উল্টে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জুলিয়ান কুইনোনসের গোলে পিছিয়ে পড়ে আল নাসের। গোল শোধ করা তো দূরের কথা, উল্টে ৬৬ মিনিটে ফের গোল হজম করে বসেন রোনাল্ডোরা। এবার কাদিসিয়াহর হয়ে গোল করেন নাহিতান নান্দেজ। ৮১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রোনাল্ডো ব্যবধান কমালেও, ম্যাচটা হেরেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে আল নাসেরকে। এদিনের পর রোনাল্ডোর কেরিয়ার গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৫৮। হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে চাই আর ৪২টি। ম্যাচের পর কোণঠাসা সতীর্থদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আমরা একজোট হয়ে পরিশ্রম চালিয়ে যাবো এবং আবারও শীর্ষ পৌঁছব।

জিতে শীর্ষে হাওড়া-হুগলি

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে টানা দ্বিতীয় জয় হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের। সেইসঙ্গে রয়্যাল সিটিকে টপকে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ব্যারেটোর দল। ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট হাওড়া-হুগলির। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়্যাল সিটি। শুক্রবার হাওড়া-হুগলি ৩-০ গোলে হারাল কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। গোলগুলি করেন শেখ ফৈয়াজ, আদর্শ তামাং এবং জিয়াবুল। ৭৪ মিনিটে ফৈয়াজের গোলে এগিয়ে যায় ব্যারেটো ব্রিগেড। ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল আদর্শের। শেষ মিনিটে তৃতীয় গোল জিয়াবুলের। ম্যাচের সেরা আদর্শ।

সেরা কন্যাশ্রীরা

প্রতিবেদন : জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব ১৪ বালিকাদের ভলিবলে বাংলার কন্যাশ্রীরা ফের চ্যাম্পিয়ন। ফাইনালে হরিয়ানার বিরুদ্ধে প্রথম গেম হেরেও পরপর তিন গেম জিতে সেরা হয়েছে বাংলা। মুখ্য ভূমিকা পালন করে হুগলির রূপকথা ঘোষ, শেয়াংসি ঘোষ, অঙ্কিতা রায়, শ্রুতি দাস, হাওড়ার মম কাড়ার, অরিঞ্জিতা মাইতি, উত্তর ২৪ পরগনার অদ্রিকা দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরন্না ঘোষ।

জয়ী নিহাল, দুইয়ে আনন্দ

প্রতিবেদন : টাটা স্টিল দাবায় র‍্যাপিড বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতীয় দাবাড়ু নিহাল সারিন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ শেষ করেছেন দ্বিতীয় স্থানে। তিনে শেষ করেছেন আরেক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি। শুক্রবার র‍্যাপিডের নবম তথা অন্তিম রাউন্ডের শেষে ২১ বছরের নিহাল ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শেষ করেন। আনন্দের ঝুলিতে ৬ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানে শেষ করা অর্জুন পেয়েছেন ৫ পয়েন্ট। টুর্নামেন্টের অন্যতম আকর্ষণ রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে আরেক ভারতীয় দাবাড়ু বিদিত গুজরাটির সঙ্গে যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। এদিকে, মেয়েদের র‍্যাপিড বিভাগের খেতাব জিতেছেন ক্যাটরিনা ল্যাগনা। রুশ দাবাড়ু ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে থেকে শেষ করেছেন।

মাঠে ময়দানে
10 January, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিরাট কোহলির নাম না নিলে কারও মনে হয় ডাল-রুটি জোটে না। কাকে নিশানা করলেন দাদা বিকাশ কোহলি?

প্র্যাকটিসে সবার আগে নেমে পড়লেন বিরাট

বরোদা, ৯ জানুয়ারি : লোকাল বয় হার্দিক পান্ডিয়া তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে নেই। কিন্তু বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা থাকলে আর কিছু লাগে না। রবিবার কোটাম্বি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম একদিনের ম্যাচ। যার প্রস্তুতিতে শুক্রবার গা ঘামাল ভারতীয় দল।

অন্যদের আগেই বরোদায় এসে পড়েছিলেন বিরাট। বিমানবন্দরে তাঁকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল ভক্তদের মধ্যে, সেটাই আবার পরিলক্ষিত হল কোটাম্বি স্টেডিয়ামে। তিনি মাঠে এলেন তুমুল উন্মাদনার মধ্যে। বিরাট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ৩০২ রান করে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন। গড় ছিল ১৫১। তিনি এর মধ্যে আবার হাজারে ট্রফিতেও রান করে এসেছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৩টি একদিনের ম্যাচ খেলে বিরাট ১,৬৫৭ রান করেছেন। সেঞ্চুরি ছ'টি। বিরাট এদিন তিনটে নাগাদ প্র্যাকটিসে চলে আসেন। যেখানে দলের প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার কথা ছিল সাড়ে পাঁচটায়। এতে একটা জিনিস স্পষ্ট, টানা রানের মধ্যে থেকেও বিরাট প্র্যাকটিসের কোনও সুযোগ ছাড়তে রাজি নন। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও তিনি রান করার সুযোগ ছাড়তে চান না।

বিরাট ও রোহিতের সঙ্গে নজর রয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের দিকেও। অস্ট্রেলিয়ায় চোট পাওয়ার পর অনেকদিন তাঁকে মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে রান করে শ্রেয়স নিজের ম্যাচ ফিটনেসের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি রবিবারের ম্যাচে হয়তো খেলবেন। রোহিত ও শুভমন ওপেন করার পর তিন ও চারে

ভারতীয় নেটে বিরাট। শুক্রবার।

খেলবেন বিরাট ও শ্রেয়স। পাঁচে হয়তো নীতীশ কুমার রেড্ডি। ছয়ে কেএল রাহুল।

নীতীশের পর শুভমনের দলের আরেক অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসাবে দেখা যেতে পারে কুলদীপ যাদবকে। তিন পেসার হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং ও মহম্মদ সিরাজ। সিরাজের জন্য এই সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এই ফরম্যাটে তিনি দলের নিয়মিত সদস্য নন। ২০২৭ বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিতে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটেও উইকেট নিতে হবে সিরাজকে। এদিন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার উইল ইয়ং বলেছেন, রোহিত-বিরাটকে দেখেই তিনি ও তাঁর মতো ক্রিকেটাররা বেড়ে উঠেছেন।

আদিত্যকে নিয়ে চর্চা বরোদায়

বরোদা, ৯ জানুয়ারি : তামিলনাড়ুর ভেল্লোরে জন্ম। নিউজিল্যান্ডের ওয়ান ডে দলে সুযোগ পেয়েছেন ২৩ বছরের লেগ স্পিনার আদিত্য অশোক। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে 'ভারতীয়' আদিত্যই হতে পারেন কিউয়িদের রসদ। ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই বিরাটদের বিরুদ্ধে সফল হতে মুখিয়ে রজনীভক্ত তরুণ তুর্কি। মাত্র ৪ বছর বয়সে ভেল্লোর থেকে পরিবারের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দেন আদিত্য। ওখানেই ক্রিকেটে হাতেখড়ি। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে জাতীয় দলে সুযোগ। রোহিত, বিরাটদের বিরুদ্ধে বল করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন আদিত্য। দক্ষিণ ভারতের ছেলে। সেই কারণেই হয়তো রজনীকান্তের ভক্ত। হাতে জ্বলজ্বল করছে সুপারস্টারের বিখ্যাত সংলাপের ট্যাটু। যার অর্থ, 'আমার পথ সকলের থেকে আলাদা'। গত বছর চেন্নাইয়ে এসে সিএসকে অ্যাকাডেমিতে অনুশীলনও করেছেন। সিএসকে অ্যাকাডেমির প্রধান কোচ শ্রীরাম কৃষ্ণমুর্তির কাছে কৃতজ্ঞ আদিত্য। তরুণ তুর্কির কথায়, শ্রীরাম স্যার আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন।

ডি'ক্লার্ক-ঝড়ে উড়ে গেল মুম্বই

নবি মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : নাদিন ডি'ক্লার্ক। শুক্রবার ডব্লুপিএলের প্রথম ম্যাচেই ব্যাটে-বলে নজর কাড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার। বল হাতে ২৬ রানে ৪ উইকেট নেওয়ার পর, ব্যাট হাতে ৪৪ বলে অপরাজিত ৬৩ রান! নিটফল, গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৩ উইকেটে হারাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৪ রান তুলেছিল মুম্বই। জবাবে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় আরসিবি।

ছয় মারছেন ডি'ক্লার্ক। শুক্রবার।

শুরুটা ভাল হয়নি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ৬৭ রানেই ৪ উইকেট খুইয়ে বসেছিল মুম্বই। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন নিকোলা কেরি ও সজীবন সাজানা। দু'জনে মিলে ৪৯ বলে ৮২ রান যোগ করে মুম্বইকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাজানা ২৫ বলে ৪৫ করে আউট হন। কেরির অবদান ২৯ বলে ৪০।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ঝড়ের গতিতে করেছিলেন আরসিবির দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও গ্রেস হ্যারিস। কিন্তু স্মৃতি ১৩ বলে ১৮ ও হ্যারিস ১২ বলে ২৫ করে আউট হতেই বিপর্যয়ের শুরু। ওই পরিস্থিতে একা কুম্ভের মতো লড়ে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিলেন ডি'ক্লার্ক। শেষ ওভারে জেতার জন্য দরকার ছিল ১৮ রানের। টান টান উত্তেজনার মধ্যে জয় এনে দেন ডি'ক্লার্ক। অবশ্য তাঁর দুটো ক্যাচ ও একটি রান আউট মিস করেছিল মুম্বই। তারই খেসারত দিতে হল ম্যাচ হেরে।

কাজ শেখাতে হবে না আমাকে

পাশে অধিনায়ক, পাল্টা দিলেন ম্যাকালাম

সিডনি, ৯ জানুয়ারি : বাজবলের মতোই ব্রেন্ডন ম্যাকালাম এখন অ্যাটাকিং মুডে আছেন। ইসিবি কর্তাদের কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আমাকে কাজ শেখাতে আসবেন না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি কোনও পরামর্শ নেওয়ার বিপক্ষে নই। কিন্তু ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে জানি। সবার সঙ্গে কথা বলব যে আরও কী ভাল করতে পারতাম। কিন্তু এটা কারও বলে দেওয়ার দরকার নেই। আমি জানি, কোথায় ভুল হয়েছে।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৪-এ অ্যাসেজ জমা রেখে এলেও ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের উপরেই ভরসা রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি চাই ম্যাকালাম দায়িত্বে থাকুক। তবে সিদ্ধান্তটা আমার নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে অবশ্যই মতামত দেব। আমি ওর সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসি। বাজ (ম্যাকালাম) খুব ভাল মানুষ। খুব ভাল কোচও।

অস্ট্রেলিয়া শেষ টেস্টে ৫ উইকেটে জিতেছে। একমাত্র মেলবোর্নে ইংল্যান্ড ভাল খেলতে পেরেছিল। তা না হলে বাকি চার টেস্টে ইংল্যান্ড অজিদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। এরপর জুনে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তিন টেস্টের হোম সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। স্টোকস ও ম্যাকালামের চার বছরের জুটি সেই সিরিজেও অটুট থাকবে কি না সেটাই এখন দেখার।

খেলার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, একসঙ্গে আমাদের শুরুটা খুব ভাল হয়েছিল। কিন্তু তারপর পারফরম্যান্স নিচের দিকে নেমেছে। এটা ভাল বাপার নয়। আমাদের এবার সত্যির সামনে দাঁড়াতে হবে। সত্যিটি ঠিক কী সেটা বুঝতে হবে। তা স্বীকার করে নিতে হবে। না হলে এমনই চলতে থাকবে। প্রসঙ্গত, আরও একটা অ্যাসেজ হাতছাড়া হওয়ার পর স্টোকস ও

অ্যাসেজ বিপর্যয়ের পর এই জুটির ভাগ্য এখন ঝুলে আছে।

ম্যাকালাম কিন্তু তোপের মুখে পড়েছেন।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ সিডনিতে জয়ের পর যাবতীয় কৃতিত্ব সতীর্থদের দিয়েছে। তিনি নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলিকেও প্রশংসায় ভরিয়েছেন। তাঁর কথায়, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেইলি দারুণ কাজ করছেন। তাঁর আমলে অস্ট্রেলিয়া কয়েকবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছে। অ্যাসেজ ৪-১-এ জিতল। দলও ভাল খেলছে। আর কী চাই?

তামিমকে তোপ, পাশে সতীর্থরাও

বিশ্বকাপ-বিতর্ক এখনও জারি

ঢাকা, ৯ জানুয়ারি : প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ভারতের দালাল বলে বিতর্কে জড়ালেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অন্যতম ডিরেক্টর নাজমুল ইসলাম। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের টি-২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ বয়কট প্রসঙ্গে তামিম গতকাল বলেছিলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কারণ আমাদের বোর্ডের ৯০-৯৫ শতাংশ অর্থ আসে আইসিসি থেকে। এর পরেই সোশ্যাল মিডিয়াতে তামিমকে পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল বলে মন্তব্য করেন নাজমুল।

ক্রিকেট কর্তার এই রুচিহীন কটাক্ষের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাসকিন আহমেদ, তাইজুল ইসলাম, মোমিনুল হকরা। এঁরা প্রত্যেকেই দাবি করেছেন, ক্রিকেট কর্তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার। এমনকী, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি উঠেছে। তামিমকে এহেন আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ বোর্ডকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সংগঠনও।

এদিকে, আইসিসি প্রেসিডেন্ট জয় শাহকে একহাত নিয়েছেন বাংলাদেশ বোর্ডের প্রাক্তন কর্তা সৈয়দ আশরাফুল হক। তিনি বলেছেন, যিনি কখনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি, তাঁর হাতে এত বড় সিদ্ধান্ত চলে যাওয়া ক্রিকেটের জন্য শুভ নয়। এছাড়া রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ গোটা ক্রিকেট ব্যবস্থাকে বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

10 January, 2026 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

শীতের পিঠা গন্ধ মিঠা

নতুন ফসলের উদযাপনে শীতরানি তৈরি। এখন তার চাই শুধু থালা ভরা পিঠে, আর পায়েস। রসমাধুরী, অন্নদা পিঠে, কমলপুলি আরও কত কী। পৌষ পড়ল কি পড়ল না ঘরে ঘরে সে-যুগেও ম ম করত অন্যরকম পিঠের গন্ধ। আর এ-যুগেও তার ব্যতিক্রম নেই। শুধু রূপ বদলেছে মিঠে পিঠের আর পৌষ উৎসবের। আবেগটা একই আছে। লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

**“পাটালি গুড় শীতের পিঠা খেতে মজা গন্ধ মিঠা,
খেজুর রসে ধোঁয়া গরম নতুন চালের পিঠা নরম,
পরব চলে সারা বাড়ি পিঠা নিয়ে কাড়াকাড়ি,
পিঠাপুলি মিষ্টি রসাল চুলা রুমে শীতের সকাল
পিঠা যাবে কুটুমপাড়া ভোরের আগে ভীষণ তাড়া,
নবান্নে তাই শীতের ভরে পিঠা রসের গন্ধ উড়ে...”**

পিঠে প্রতি বাঙালির প্রেম , টান, আবেগ আজকের নয় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত সর্বত্র পিঠের জয়জয়কার। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাজা জনক তাঁর কন্যার বিবাহে অতিথিদের জন্য যে সব আহারাদির ব্যবস্থা করেছিলেন তার মধ্যে পরমান্ন পিষ্টকদির উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চদশ শতকে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে বণিকসুন্দরী যে বিশাল রান্নার আয়োজন করেছিলেন তার মধ্যে নানা পিঠের কথা বলা রয়েছে। নিমাইয়ের স্ত্রী লক্ষীপ্রিয়া বিবাহের পর প্রথম রান্নাঘরে ঢুকে রেঁধেছিলেন পিঠে।

‘পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রাঁধিল
কৌতুকে/পিষ্টক পায়েস অন্ন রান্ধিল
একে একে’। প্রাচীন পালাগান ময়মনসিংহ গীতিকাতেও পিঠেপুলির উল্লেখ মেলে।

সংক্রান্তি কথার অর্থ হল সঞ্চার বা গমন। মূলত এখানে সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সঞ্চার বা গমন করাকে সংক্রান্তি বলা হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষপার্বণে কবিতায় পিঠে পার্বণের সরস বর্ণনা রয়েছে।

পৌষ মাসের শেষ দিনে সূর্য ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে এই কারণেই এই দিনটিকে মকর সংক্রান্তি বলা হয়। এই পৌষ পার্বণের সঙ্গে আদি অনন্ত কাল হতে জড়িয়ে আছে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। কিন্তু এটা এক সার্বজনীন উৎসব।

অথ পৌষ সংক্রান্তি কথা

মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা ও ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনি আমরা সবাই জানি। মকর সংক্রান্তির দিনে তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। আবার একথাও প্রচলিত আছে যে, এই দিন সূর্যদেব তাঁর পুত্র মকর রাশির অধিপতি শনিদেবের গৃহে এক মাসের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলেন। অন্যমতে, রাজা ভগীরথ কঠোর তপস্যার মাধ্যমে দেবী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আনেন এবং দেবী গঙ্গা কপিল মুনির আশ্রমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। সেখানে দেবী গঙ্গা ভগীরথের পূর্বপুরুষ মহারাজা সাগরের হাজার পুত্রকে লক্ষ লাভের বর প্রদান করেছিলেন এই দিনেই। আবার কথিত আছে মকর সংক্রান্তির পবিত্র লগ্নে গঙ্গাসাগরে অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রমে উদযাপিত হয় গঙ্গাসাগর মেলা। এই দিনে ভগবান বিষ্ণু অসুরদের মুণ্ডচ্ছেদ করে তাদের বধ করেছিলেন। সেই কাটা মুণ্ডগুলো মন্দিরা পর্বতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে এই দিনটিকে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে পালন করা হয়।

নিয়মে রীতিতে

এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রদেশের আলাদা কিছু নিয়ম আর আচার। বাঙালি-রীতি অনুযায়ী সাধারণত সংক্রান্তির দিন শুরু হয় সূর্যদেবের পুজো দিয়ে। মনে করা হয় যে, তাঁর আশীর্বাদেই আমাদের সমস্ত রোগ-ব্যাধি নির্মূল হয়ে যায়।

আবার এই দিনে বাড়ির গুরুজনেরা দূরে কোথাও যাত্রা করতে বারণ করেন। প্রচলিত বিশ্বাস হল, এই দিনে দূরে কোথাও যাত্রা করা অশুভ। যদি বা কেউ যায় তাকে সেই দিনের মধ্যেই বাড়িতে ফেরার কথা বলা হয়।

সংক্রান্তির আগে বাড়িঘর পরিষ্কার করে বিশেষ করে তোড়জোড় চলে হেঁশেল বা রান্নাঘরের সাফ সাফাই-এর। বিশ্বাস করা হয় যে এর ফলে অশুভ শক্তি বাড়ি থেকে চলে যায়। এই দিনে পরিবারে কেউ এলে বা অতিথি অভ্যাগতদের মিষ্টি খাওয়ানোর রীতি। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে বলা হয়, সূর্যদেব যেহেতু তাঁর সমস্ত রাগ ভুলে নিজের পুত্রের ঘরে গমন করেছিলেন সেই কারণে এই দিনে কোনও অতিথি বাড়িতে এলে তাঁকে মিষ্টিমুখ করানোর প্রথা বা নিয়ম রয়েছে। যার মাধ্যমে সবার সঙ্গে একটা মিষ্টিমধুর সম্পর্ক বহমান হয়।

পিঠে পায়েসের সাবেক রূপ

বাড়ির মহিলাদের হাতে তৈরি মিষ্টির চল ছিল সে- সময়। সংক্রান্তির বহু আগে থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। সেকালে বাড়ির গিন্নিরাই নিজের হাতে তৈরি করতেন সুস্বাদু সব মিষ্টি। স্বাদে গন্ধে যা ছিল একেবারে অতুলনীয়। সুন্দর সুন্দর নামও ছিল। লবঙ্গলতিকা, রসমাধুরী বা রসকান্তি, কমলপুলি, চিত্তরঞ্জন, হরমোনোমোহিনী-সহ বৈচিত্র্যময় নামের এবং মানের মিষ্টি তৈরি করতেন অন্তঃপুরিকারা। বাড়ির কর্তাদের কড়া নির্দেশ তো থাকতই, তাছাড়া ঠাকুমা দিদিময়েরা নিজেরা উদ্যোগী হয়েই তৈরি করতেন নানা চমকপ্রদ সব মিষ্টি। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

অর্ধেক আকাশ
10 January, 2026 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের পিঠা গন্ধ মিঠা

(১৭ পাতার পর)
আর নলেনগুড়, পাটালিগুড় সেখানে মাস্ট হ্যাভ আইটেম। সে-এক অনুপম ঐতিহ্য। আসলে পিঠের সঙ্গে গুড়ে ভাব বড় বেশিই। রসমালাই, রসবড়া, তিলের খাজা, মালপো, ক্ষীরসাপ্টা, ক্ষীরপুলি, সরুচাকলি, চিতই পিঠে, ভাপা পিঠে, ছোলার ডালের বরফি, রসপুলি, ছাঁচের সন্দেশ, নারকোল সন্দেশ তো থাকতই। বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নাড়ু। এ-ছাড়াও নারকেল নাড়ু, মুগের নাড়ু, তিলকুটো, চিনির মুড়কি, ছানার মুড়কি, নিখুঁতি-সহ তৈরি হত বাঙালির পাকশালায়। কত নাম না জানা সব মিষ্টি!

লুচির মতো বেলে ভিতরে ক্ষীর দিয়ে দু-পাশ ভালভাবে মুড়ে দিয়ে দিতে হবে একটি লবঙ্গ। যাতে খুলে না যায়। এবার ঘিয়ে লাল করে ভেজে নিলেই তৈরি লবঙ্গলতিকা। যাকে মুখের মধ্যে ভরলে আর আলতো কামড়ে ধরলেই রসনায় ক্ষীরের মধুর আস্বাদ! এ তো গেল লবঙ্গলতিকা। এছাড়া সাবেক কমলপুলি বা রসমাধুরীই বা কম কীসে। দুধের সঙ্গে ময়দা আর নারকেলবাটা মিশিয়ে ঘন করে ফুটিয়ে ছোট ছোট পুলির আকারে গড়ে তার ভেতরে খোয়াক্ষীর বা ছোটএলাচ দানার পুর দিয়ে ঘিয়ে ভেজে দিলেই তৈরি কমলপুলি। যেমন সুন্দর তার স্বাদ তেমনি অতুলনীয় দেখতে। কখনও আবার ঘন দুধ জ্বাল দিয়ে, নারকেলবাটা, সুজি ও চিনি সমপরিমাণ পাক দিয়ে পুলির আকারে গড়ে, দুধে ফেললেই তৈরি সুস্বাদু দুধপুলি। মুখে ফেললেই যেন অমৃত!

পৌষ পার্বণে সে-সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারে অতিথি অভ্যাগতদের আগমন ঘটত। এবং মহিলাদের মধ্যে পিঠে দেওয়া-নেওয়া হত এবং চলত এক নিঃশর্ত ও নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা।

মনোহরণ করা মিষ্টিগুলো ঘরোয়াভাবে তৈরি হলেও স্বাদ গন্ধের নিপুণতায় কোনও খামতি ছিল না। পৌষপার্বণ আসার বহু আগে থেকেই এই মিষ্টি তৈরির সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়ে ভাঁড়ার ভরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন গৃহিণীরা। এর মধ্যে প্রধান উপকরণ থাকত নারকেল, খোয়াক্ষীর আর ময়দা, চিনি, কিশমিশ-সহ নানা মশলা।

নারকেল দিয়ে যে কত রকমের খাবার! নারকেল মনোহরা, চন্দ্রপুলি, গঙ্গাজলি সবেতেই উপকরণ নারকেল। সেকালে পৌষপার্বণে আরও একটি মিষ্টি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেটির নাম হল লক্ষ্মীবিলাস। কলাইয়ের ডাল, চাল মিহি করে বেটে খোয়াক্ষীর, দুধ, কিশমিশ, পেস্তা, ছোট এলাচের গুঁড়ো, চিনি ও ঘি সহযোগে তৈরি সোনালি রঙের ঘন রসে ডোবানো এই বিলাসী মিষ্টি খেলে রসনা দিকবিদিক শূন্যে ছুট লাগায় এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাঙা কাকিমা, জেঠিমা, ফুল পিসিমা আর বড়মার হাতের ভালবাসা মাখা সেইসব পৌষ পার্বণের পিঠেপুলি হয়ে উঠত স্বাদে গন্ধে অনন্য।

তবে শুধু মিষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয় বাঙালির পৌষ পার্বণ। কোনও কোনও বাড়িতে সেকালে দুপুরের মেনুতে থাকত থোড়ের পাতুরি, শাকঘন্ট, ঢুলা শুক্তো, পটলের দোলমা, ধোঁকার ডালনা, পনিরের কোপ্তাকারি বা ছোলার ডালের সিজিয়া, মুগ ডালের মুগ মনোহর, কড়াইশুঁটির ডাল, মুসুর ডালের ছেঁচকি অথবা নারকেল পোস্তর বড়ার মতো উপাদেয় সব বিচিত্র পদ।

গ্রামবাংলায় ফসলি উদযাপন

পৌষ পার্বণ ফসলি উৎসবের সময়। গ্রাম বাংলার মানুষ এখনো সমস্ত নিয়ম আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই এই উৎসব পালন করেন।একদম ভোররাত্রে স্নান সেরে আরম্ভ হয় এই উৎসবের। গ্রামবাংলায় যেহেতু প্রত্যেকের বাড়ির সামনে একটা খোলা উঠোন থাকে। সেই উঠোন জুড়ে আলপনা দেওয়ার রীতিও দেখা যায়।

সংক্রান্তির আগের দিন অন্তঃপুরের মেয়ে বউরা উঠোন জুড়ে আলপনা যেমন দেন তেমন অন্দর থেকে বাহির বাড়ির প্রতিটি দরজা সেজে ওঠে ফুল ও আম্রপল্লব দিয়ে। ঘরে ঘরে শোনা যায়, ঘনঘন উলু ও শঙ্খধ্বনি।

পৌষ পার্বণের সঙ্গে একটা খাওয়াদাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। তাই সংক্রান্তির অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় ঢেঁকিতে চাল ভাঙানোর তোড়জোড়। সঙ্গে খেজুর রস সংগ্রহের কাজও চলে জোর কদমে। সংক্রান্তির দিনে বাড়ির মেয়ে-বউদের মধ্যে দেখা যায় নানান ব্যস্ততা। কেউ ব্যস্ত থাকে নারকোল কোরাতে, কেউ-বা চাল ঝাড়তে, বাছতে। তারপর এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের পিঠে বানানোর প্রস্তুতি। পাটিসাপটা থেকে শুরু করে গোকুল পিঠে, ভাপা পিঠে, নলেন গুড়ের পায়েসের স্বাদ নিতে ব্যস্ত থাকে বাড়ির কচিকাঁচা-সহ বড়রাও। শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়, এই পিঠে-পুলির স্বাদ নিতে পাড়া পড়শি এবং আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘাটে গৃহস্থ বাড়িতে।

কোনও কোনও অঞ্চলে আবার আকাশ জুড়ে দেখা যায় ঘুড়ির মেলা। পৌষ সংক্রান্তির দিন ছোট বড় সবাই মিলে মেতে ওঠে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে। সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যার যতটুকু সামর্থ্য সেই অনুযায়ী মেতে ওঠেন পৌষ পার্বণ উৎসবে।

পোঙ্গল বনাম পৌষপার্বণ

আমাদের যে-সময় মকর সংক্রান্তির উৎসব পালন করা হয় সেই সময় তামিলনাড়ুতে উদযাপন করা হয় পোঙ্গল উৎসবের। পোঙ্গল কথার অর্থ হল নতুন শুরু। পোঙ্গল একটি লোকজ উৎসব। প্রতিবছর ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি অব্দ এই পোঙ্গল উৎসব পালন করা হয়। জানা যায় যে তামিলনাড়ুতে এইসময় ফসল কাটা হয়। আর ফসল কাটার পর এই উৎসব পালন করা হয়। ফসল কেটে ধানের শীষ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, সঙ্গে প্রার্থনাও চলে। প্রতিবছর যাতে ফসল আরও ভাল হয় প্রতি সংসারের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। নতুন ফসল তোলার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে সূর্য দেবতার পুজো করার সঙ্গে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রদেবের পূজা করেন তামিলনাড়ুর মানুষ। দেশের অন্যতম বড় ফসল উদযাপনের উৎসব হল পোঙ্গল। মকর সংক্রান্তির সঙ্গে একই সময়ে এই উৎসব পালিত হয়। হিন্দু পুরাণ মতে জানা যায় উৎসব অন্ধকারের শেষ করে নতুন আলোর কামনায় পালন করা হয়। কথিত আছে পোঙ্গল উৎসবের ঠিক আগেই দেয়া অমাবস্যা দেখা দেয় এবং তারপর অমাবস্যা কেটে যাওয়াকে সেখানকার মানুষ অন্ধকার ত্যাগ করে আলোকে গ্রহণ করায় বিশ্বাস করার ব্রত করেন। অর্থাৎ মন্দকে ত্যাগ করে ভালকে গ্রহণ করা। নানা রকম খাবার তৈরি হয় এই উৎসবকে ঘিরে প্রতিটা বাড়িতে রঙ্গোলি দিয়ে সাজানো হয়। সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা এই সময় নতুন পোশাক পরে। বিভিন্ন পরিবারে এই উৎসবে নতুন বাসনপত্র কেনার প্রচলন রয়েছে।

পোঙ্গলের প্রধান খাবার হিসাবে চাল, মুগডাল, গুড়, দুধ, ঘি এবং নারকোল দিয়ে তৈরি একটি মিষ্টি হয় সেটাকে বলে মিষ্টি পোঙ্গল বা সাক্কারাই পোঙ্গল।আবার চালও মুগ ডাল দিয়ে তৈরি যা গোলমরিচ জিরে আদা এবং কারিপাতা দিয়ে সুগন্ধযুক্ত করা হয় সাধারণত সাম্বারের সঙ্গে খাওয়া হয় এটাকে বলা হয় মশলাদার পোঙ্গল বা ভেন পোঙ্গোল। পরিবারের বন্ধুরা একে অপরকে পোঙ্গল শুভেচ্ছা জানায় এবং একসঙ্গে খাবার উপভোগ করে।

দিন বদলের পার্বণী

আশির দশক অবধি যদি বা টিকে ছিল বাঙালির বড় প্রিয়, বড় আদরের ঘরে তৈরি পরিবারের সবাই মিলে পৌষ পার্বণের সাবেকি খাওয়াদাওয়ার উদযাপন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন দৃশ্যপট দ্রুত বদলাতে লাগল, রেস্তোঁরায় খাওয়া ক্রমশ বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা পেল। ঐতিহ্য পরম্পরা নানা নিয়মকানুন যেন সময়ের স্রোতে গা ভাসাল। পৌষ পার্বণের মিষ্টি ধীরে ধীরে হেঁশেল ছেড়ে বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের কাঁচের শোকেসে প্যাকেটবন্দি হয়ে শোভা পেতে লাগল। শেষ পাতে মিষ্টিমুখটা এখন প্রায় উঠে গিয়েছে। তার বদলে জায়গা নিয়েছে ডেজার্ট বা আইসক্রিম।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বাঙালির জীবনযাত্রা। ধূসর থেকে ধূসরতর হয়েছে বাড়িতে তৈরি অসাধারণ সব রান্না। পালাপার্বণেও অনুপস্থিত তারা। বাঙালির খাদ্যাভাসেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। লো ক্যালরি আর ফ্যাট-ফ্রি খাবারই পছন্দ তাদের। তবে কিছু কিছু রেস্তোঁরা আবার বাঙালিয়ানা ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টায় সাজাচ্ছে নানা হারিয়ে যাওয়া সনাতনী পদ। সেখানে পিঠেপুলি দিব্য মিলছে। বাঙালির আদি অকৃত্রিম ঐতিহ্যবাহী রান্না বা পালা পার্বণের মিষ্টি প্রজন্মবাহী হয়ে উঠতে পারেনি। সময়াভাবে সবকিছু এখন চাই চটজলদি। তাই হয়তো গোত্রান্তার ঘটেছে সুপ্রাচীন সব ঘরে তৈরি মিষ্টির।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

10 January, 2026 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

বাজল পরীক্ষার ঘণ্টা

আর মাত্র হাতগোনা সময়, শুরু বোর্ডের পরীক্ষা, সেই সঙ্গে শুরু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষাও। কারও জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষা তো কারও জীবনে দ্বিতীয়। পরীক্ষা যেমনই হোক প্রস্তুতি হওয়া চাই নিখুঁত। এই সময় মায়েদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্তানের আশপাশে সারাদিন তাঁদেরই আনাগোনা। সিলেবাস কমপ্লিট থেকে অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্ট, পুষ্টি থেকে বিশ্রাম এবং ঘুম— সবের গুরুদায়িত্ব তাঁদের ওপরেই। কোন কোন দিকে নজর দেবেন রইল তারই গাইডলাইন সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

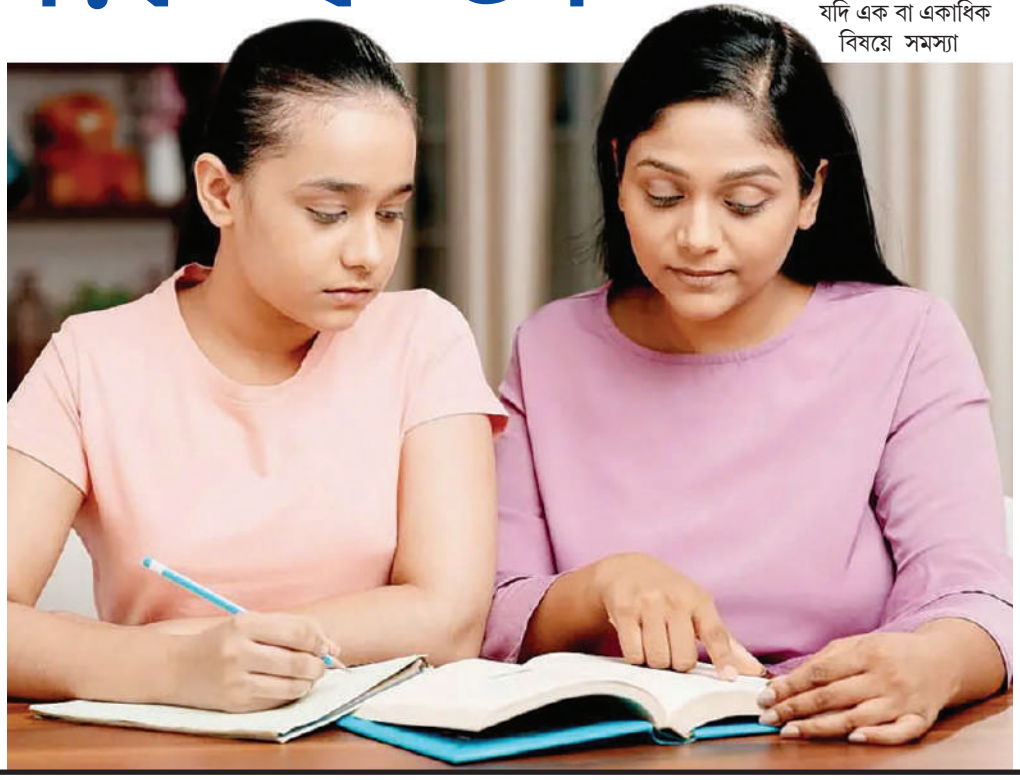

পরীক্ষা একদম দোরগোড়ায়, যাকে বলে শিয়রে সংক্রান্তি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইসিএসসি, সিবিএসসি একের পর এক বোর্ডের পরীক্ষা। ঘাড় ঘোরানোর সময় নেই ছিটেফোঁটা। শেষ মুহূর্তের বড় প্রস্তুতি। এই সময় মায়েদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সন্তানের আশপাশে তাঁদেরই চব্বিশ ঘণ্টার আনাগোনা। পড়ুয়ার শরীরের যত্ন নেওয়া এবং পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া দেওয়া এবং পর্যাপ্ত ঘুম যাতে হয় তা দেখা সেই সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা যাতে সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই গুরত্বপূর্ণ ধাপটা পেরিয়ে যেতে পারে। এই সময় কীভাবে সামাল দেবেন সবটা যাতে সন্তান পরীক্ষা দেবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে?

সিলেবাস শেষ করানো

এখন স্কুলের সিলেবাস সব শেষ।। অথচ বাড়িতে কিন্তু অনেক পড়ুয়ারই সিলেবাস সম্পূর্ণ হয়নি বা গৃহশিক্ষক, কোচিং সেন্টারে সিলেবাস শেষ হয়নি। তাই সবার আগে সন্তানের পরীক্ষার সিলেবাস শেষ হয়েছে কি না তা দেখে নিন। সে এখন প্রস্তুতির ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোন বিষয়ে সমস্যা রয়েছে। কারণ হাতে সময় খুব কম। যদি এক বা একাধিক বিষয়ে সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা যাঁরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। ওই বিষয়গুলোতে যেন একটু জোর দেন তাঁরা। এবার সমস্যাগুলো আলোচনা করে একটা তালিকা করে ফেলুন। দশ বছরের প্রশ্নোত্তর খুলে কী কী প্রশ্ন সেইসব বিষয়ে এসেছে এবং তার মধ্যে ক'টা পারছে দেখুন। পরীক্ষা দেওয়ানোতে যেমন প্রাকটিস হয় আবার অনেক সময় বই খুলে উত্তর খুঁজে লিখলেও প্র্যাকটিস হয়ে যায়। তাই দরকারে বই খুলেই উত্তর লেখা অভ্যেস করান।

মনঃসংযোগের অভাব নেই তো

এই সময় মনঃসংযোগ খুব জরুরি তার জন্য মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপাতত বেরতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু সন্তানকে বারণ করলেই হবে না মা-বাবাকেও সংযত এবং সতর্ক হতে হবে। মনঃসংযোগে কোনও অসুবিধে নেই তো! দরকারে কাউন্সেলিং করানো যেতে পারে। পড়তে পড়তে একবার ব্রেক নেওয়া যেতেই পারে কিন্তু বেশিবার নয়। একটানা পড়লে মনে রাখা সহজ হয়।

সন্তানের নেওয়ার ক্ষমতা বুঝুন

সন্তানের ক্যাপাসিটি বা নেওয়ার ক্ষমতা বুঝুন। সবার বুদ্ধি, মেধা সমান হয় না। তার অর্থ এই নয় যে যার মেধা কম সে খারাপ। পরীক্ষা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা রাখবেন না। ভাল ফল করার জন্য চাপ দিতে থাকলে তার অ্যাংজাইটি বাড়বে যার ফল খারাপই হবে। উৎসাহ দিন এই বলে যে সে যেটুকু সৎভাবে পরিশ্রম করছে সেটাই বড়কথা। ভাল ছাত্রের তুলনা আনবেন না কখনওই।

এগজাম অ্যাংজাইটি

মাঝরাতে ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসা, বমি-বমি ভাব, বারবার পড়া সত্ত্বেও কিছুই মনে না থাকা, দুঃস্বপ্ন, উদ্বেগ-বাড়া পরীক্ষার আগে— এগুলো কি হচ্ছে আপনার সন্তানের? তা হলে এটা এগজাম অ্যাংজাইটি ছাড়া আর কিছু নয়। পরীক্ষার আগে অনেকেই এই আতঙ্কে ভোগে। টেনশনে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অতিরিক্ত পরীক্ষা-ভীতি থেকে 'অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার' দেখা দিতে পারে। এতে হিতে বিপরীত হয়। মনের পাশাপাশি, শরীরেও বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দেয়। তাই পরীক্ষার আগে সন্তানের সঙ্গে একটু খুলে কথা বলুন। দরকারে অন্যকিছুতে একটু মনোনিবেশ করা যেতেই পারে। (এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
10 January, 2026 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাজল পরীক্ষার ঘণ্টা

(১৯ পাতার পর)

তার আত্মবিশ্বাস বাড়ান। কারণ নম্বর নয় পরিশ্রমটাই আসল। মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।

অঙ্কের ভীতি কাটাতে

অঙ্ক মানেই সারা শরীরে কাঁপুনি। অঙ্ক ভয় পায় মেধাবীরাও। এই ভীতি কাটানোর একমাত্র পথ ক্রমাগত অভ্যাস করানো। স্কুলের পড়ানো বা গৃহশিক্ষকের উপর শুধু নির্ভর করে থাকবেন না। প্রয়োজন হলে আপনিও বাড়িতে পরীক্ষা নিন। অঙ্ক নিয়ে জ্ঞান তেমন না থাকলেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধরে পরীক্ষা তো নিতে পারেন তারপর খাতা গৃহশিক্ষককে দেখান। কী কী ভুল হচ্ছে দেখে বারবার সেগুলো অভ্যেস করালে সেই বিষয়ের ভীতি তো কাটবেই। অঙ্কের পার্টেও নম্বর পাওয়া যায় তাই অভ্যাসে যতটা সম্ভব ধাপগুলোর অ্যাকিউরেট যেন হয় দেখে নিন।

হঠাৎ চাপ দিতে শুরু করবেন না

সারাবছর পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে স্টেজে মারা যায় না। তাই যদি আপনার সন্তান সারাবছর গা-ছাড়া দিয়েছে বলে মনে হয় এখন আর টেনশন করে বা তাকে চাপ দিয়ে লাভ হবে না। আসলে পড়তে সবাই ভালবাসে না। হয়তো আপনার সন্তানের অন্য কোনও গুণ রয়েছে। হঠাৎ চাপ দিলে হিতে বিপরীত হবে। পরীক্ষা তো দিতেই হবে তাই হঠাৎ চাপ না দিয়ে বেশ কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র দেখে সাজেশন তৈরি করে পড়তে বলুন। এছাড়া ইমর্ট্যান্ট চ্যাপ্টারগুলো আগে ধরতে বলুন। তাতে লাভ বেশি হবে। একটা কথা মনে রাখবেন পরীক্ষায় যদি পাঁচটা প্রশ্নের উত্তরও নির্ভুল হয় নম্বর আসবে। যে চ্যাপ্টার একটু হাতের বাইরে মনে হচ্ছে সেটা এখন থাক।

ঘড়ি ধরে লেখার অভ্যেস

পরীক্ষার আগে ঘড়ি ধরে লেখার অভ্যাস জরুরি। সেই জন্য পেপার সলভ করান ঘড়ি ধরে। এতেই পরীক্ষা দিতে বসে ভয় কেটে যাবে। পড়ার সময়ও লিখে লিখে অভ্যেস করতে বলুন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একজায়গায় করে রাখলে রিভিশনের সময় দেখলে একবারেই মনে পড়বে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এতে প্রস্তুতি আরও পোক্ত হবে।

মুখে মুখে ঝালিয়ে দিন

কাজের ফাঁকফোকরে সন্তানকে মুখে মুখে পড়া ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করুন। অনেক সময় মুখে বলে বলে পড়লে পড়া অনেক বেশি মনে বসে। অনেকক্ষণ তা স্মৃতিতে থাকে। তাই একটু মুখে আউড়ে পড়তে বলুন এবং আপনি মন দিয়ে শুনুন। সামনে কেউ পড়াটা শুনছে দেখলে ঠিক বলছে কিনা জানার আগ্রহে পড়ার আগ্রহও বাড়বে।

রাতজেগে পড়া স্বাস্থ্যকর নয়

অনেক ছাত্রছাত্রী সারারাত জেগে পড়ে এবং বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। পড়ার জন্য নিজের মতো সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়াই যায়, তবে এই ধরনের অভ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পড়ুয়াদের খুব বেশি রাত পর্যন্ত না জেগে সকালে ওঠার অভ্যাস থাকলে তার উপকারিতা বেশি। পর্যাপ্ত ঘুমে মনঃসংযোগ বাড়ে এবং স্মৃতিশক্তি ভাল হয়। আসলে যা পড়বে তা মনে রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাতে সময়ে শুয়ে পড়ে সকালে উঠে পড়তে বসার জন্য উৎসাহ দিন।

পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া

পরীক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে জরুরি পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া। সন্তানের ডায়েট প্ল্যান তাঁর এই সময়কার রুটিন অনুযায়ী করতে হবে। অত্যধিক মানসিক শ্রম হচ্ছে ফলে এমন খাবার দিন যা মনকে চনমনে রাখবে, শরীরে ক্লান্তি আসতে দেবে না, মনঃসংযোগ বাড়াবে, স্মৃতিশক্তি সবল করবে, অ্যাংজাইটি স্ট্রেস দূর করবে, ঘুমতে সাহায্য করবে।

■ ব্রেনকে বুস্টিং করতে প্রতিদিন ডায়েটে রাখুন ডিম। কারণ ডিমের মধ্যে আছে সেলেনিয়াম, ওমেগা-৩ এবং নার্ভকে ভাল রাখার উপযোগী উপাদান। দিনের যে কোনও সময় ডিমসেদ্ধ, এগ হোয়াইট বা ওমলেট দিতে পারেন।

■ ব্রাউন রাইস, মিলেট ইত্যাদিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন বি এবং গ্লুকোজ। মস্তিষ্কের জন্য এগুলো অপরিহার্য। এর সঙ্গে এইসব

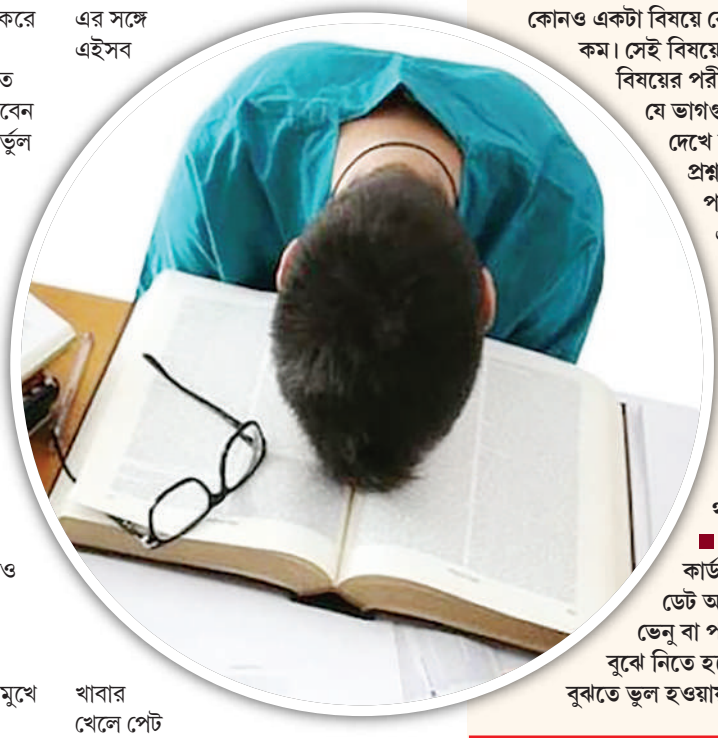

খাবার খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরে থাকবে সন্তান একটানা পড়াশুনো করতে পারবে।

■ দুপুরে বা রাতে খাবার দিন সহজপাচ্য। পাতে রাখুন ভাত, শাক-সবজি, শুক্তো, ডাল, হালকা করে রান্না করা ছোট চারা মাছের ঝোল। রাতে চিকেন স্ট্যুও দিতে পারেন তবে রসিয়ে কষিয়ে রান্না করা খাবার বা বাইরের খাবার এখন একটু কম দিলেই ভাল।

■ প্রতি দিন ২০০-২৫০ গ্রাম ফল খেলে ভাল হয়। যে কোনও মরশুমি ফল দিতে পারেন। আপেল, কলা, শসা, পেয়ারা, বেরি। এই সময় রোজ সন্তানের পাতে রাখুন তাজা বিট-গাজরের সালাড। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিটা-ক্যারোটিন, ফোলেট, নাইট্রেট মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়।

■ ৩০০-৪০০ মিলিলিটার দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খেলে ভাল। এছাড়া রোজ দিন টকদই। দই খুব ভাল প্রোবায়োটিক। এর থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ক্যালশিয়াম ঢুকবে শরীরে। দইয়ের অ্যামাইনো অ্যাসিড মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। হজমও ভাল হয়।

পরীক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ

প্রণবকুমার ঘোষ
(প্রধান শিক্ষক)
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়

■ পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রথম কাজ হল নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়া যাতে পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি পর্বে অতিরিক্ত চাপ নিতে গিয়ে শরীর কোনওভাবে খারাপ না হয়।

■ এরপর বিষয়ভিত্তিক পড়ার পরিকল্পনা করে আর যেটুকু সময় হাতে রয়েছে তার মধ্যে ভাগ করে বাকি যা করণীয় সেটা সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।

■ বিভিন্ন মক টেস্ট ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সামনে এসে গেছে। কোন বিষয়ে গলদ আছে, কোন বিষয়ে নম্বর কম হয়েছে, কোনটা পারেনি সেই জায়গাগুলো দেখে নেওয়া গেছে এবার সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।

■ সব পরীক্ষার্থী সব বিষয়ে সবল না-ও হতে পারে হয়তো সে কোনও একটা বিষয়ে বেশ দুর্বল বা সেই বিষয়ে তার আগ্রহ কম। সেই বিষয়ে সে নম্বর তুলতে পারে না। সেই বিষয়ের পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রশ্নপত্রে ছোট ছোট যে ভাগগুলো করা থাকে সেগুলো ভাল করে দেখে সহজ, চট করে নম্বর উঠবে এমন প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করতে হবে। এমনভাবেই পরীক্ষা দিতে হবে যাতে মোটামুটি একটা নম্বর তোলা সম্ভব হয়। কঠিন অংশগুলো দেখে অযথা ভয় পাওয়া ঠিক হবে না।

■ লক্ষ্যস্থির করে নিয়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য নিজের প্রচেষ্টাকে একশো শতাংশ কাজে লাগানোর এটাই সেরা সময়। এই সময় ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যত দূরে থাকা যাবে ততটাই ভাল।

■ পরীক্ষার আগের দিন অ্যাডমিট কার্ড ভাল করে দেখে নিতে হবে। নাম, ডেট অফ বার্থ সব ঠিক আছে কি না। আর ভেনু বা পরীক্ষা কেন্দ্র কোথায় সেটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে ভেনু বুঝতে ভুল হওয়ায় পরীক্ষার্থী সঠিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেনি। এটা যাতে না হয় সে-বিষয়ে সতর্ক থাকা।

■ হোম সেন্টারেই যাদের পরীক্ষা তাদের এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে পরিবেশ আমার চেনা তাই চাপ কম থাকবে। সেখানেও খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। বাইরে থেকে শিক্ষক আসেন, তাঁদের সহযোগিতা করতে হবে।

■ এখন আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কী কী সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢোকা যাবে। কারণ সবকিছু নিয়ে যাওয়া বৈধ নয় ফলে না জেনে সেগুলো নিয়ে গেলে পরীক্ষার্থীরাই বিপদে পড়ে যেতে পারে। অভিভাবকদের এই বিষয় জ্ঞান থাকা জরুরি।

■ অনেকসময় পরীক্ষার পেপার কঠিন হলে কিছু ছাত্র যারা হয়তো অমনোযোগী হইচই-হট্টগোল শুরু করে। এমন কোনও কাজে যুক্ত হওয়া ঠিক হবে না। এতে তাঁদেরই ক্ষতি।

■ পরীক্ষায় দেখা গেল প্রশ্নপত্র খুব কঠিন এসেছে তখন ভয় না পেয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে যেটুকু করা সম্ভব করে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে মানে সেটা সবার জন্যই কঠিন। তখন হট্টগোল করলে বা নার্ভাস হলে ভালর চেয়ে খারাপটাই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

■ অনেক সময় সেন্টারে পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে অভিভাবকরা অযথা ভয় পাবেন না। এখন প্রশাসনের তরফে, স্কুলের তরফে থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে এমন ব্যবস্থা করা থাকে যাতে অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। সর্বত্র মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানের ব্যবস্থা থাকে এবং স্কুলের প্রতিটি কর্মী থেকে শিক্ষক— প্রস্তুত থাকেন যে-কোনও এমার্জেন্সি সামাল দিতে। তাই তাদের ওপর ছেড়ে দিন। পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ল মানেই সে পরীক্ষা দিতে পারবে না এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। এমনও হয়েছে অসুস্থ পরীক্ষার্থী একটু সুস্থ বোধ করতেই হাসপাতালের বেডেই তাকে পরীক্ষা দেওয়ানো হয়েছে তাই দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

■ পরীক্ষা খারাপ হলে বা শেষদিন উত্তেজনার বশে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় উদ্ধত আচরণ করে ভাঙচুর করে বা পরীক্ষা কেন্দ্রের জিনিসপত্র নষ্ট করে। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে না হলে হয়তো তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে।